সামান্যের নিবিড় সোপানে

সামান্যের নিবিড় সোপানে

নির্বাচিত কবিতার সংকলন

দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক

অক্ষর প্রকাশন

Samanyer Nibir Sopane
A Collection of Selected Poems
by
Dwijendra Bhowmik
ISBN: 978-93-5258-948-7

প্রথম প্রকাশ ÷ শ্রাবণ ১৪২৩ । ুলাই ২০১৬
স্বত্ব ÷ ভাস্বতী ভৌমিক

এক শত আশি াকা

প্রচ্ছদ ÷ দ্বি ন্দ্র ভৌমিক

একমাত্র পরিবেশক
অক্ষর প্রকাশন ৭৩ সীতারাম ঘোষ স্ি প্রথম তল কলকাতা ৭০০০০৯

অক্ষর বিন্যাস ÷ বাণী মৈত্র । অ্যাপেক্স সলিউশনস্ । কলকাতা ৭০০১১২
মুদ্রক ÷ ডি ডি অ্যান্ড কোম্পানি । কলকাতা ৭০০০০৯
কল্যাণ নগর পানশিলা কলকাতা ৭০০১১২ থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত
e-mail: dwijendra.bhowmik@gmail.com mobile: +91-9433017789

শমীন্দ্র ভৌমিক
রাহুল পুরকায়স্থ
অরূপরতন হালদার
প্রিয়জনেষু

সূচি

ঘরে ফেরা মুহূর্তেরা

খোয়াবনামা ১৩ ঘরে ফেরা মুহূর্তেরা ১৫ মালি ১৮ জন্মান্ধ ১৯
ভ্রান্তিবিলাস ২০ রেলিঙের কবিতা ২০ সামান্যের নিবিড় সোপানে ২৪
আশ্চর্য কবিতাখানি ২৫ কুয়াশাসফরে ২৬ চলনসই ২৮
কবি ১ ২৯ কবি ২ ২৯ আমার দুঃখেরা ৩০
তাহাদের কথা ৩০ ঘুমের কবরে ৩১ বুড়োটে ৩২ ভালোবাসা সিরিজ ৩৩
খাপছাড়া ৩৬ পথ ও মিউজিয়ম ৩৭ যাবৎ প্রকাশ ৩৮ ওরফে ৩৯
ইছামতির পাড়ে একটি সন্ধে ৪১ মহাপ্রস্থান ৪১
এখনও সময় ৪২ প্রতিটি মুহূর্ত ৪৩ ঘুলঘুলি ৪৩ বিস্মরণপ্রিয় ৪৪
শেষটুকু ৪৫ অবিনশ্বর ৪৬

তখন রজনীবালা

বাজো ৪৯ আশ্রয় ৫০ আত্মপ্রতিকৃতি ৫০ আড়াল ৫১ পরকীয়া ৫১
আনাড়ি ৫২ পয়ার ৫২ শুশ্রূষা ৫৩ তখন রজনীবালা ৫৩
বাউলানি ৫৪ এপিঠ ওপিঠ ৫৪ আহাম্মক ৫৫
জ্বরাতুর ৫৫ অস্তিত্ব ৫৬ অপেক্ষমাণ সিঁড়ি ৫৬ দূরের সফরে ৫৭
বিশ্রম্ভালাপ ৫৯ পক্ষান্তর ৬০ সেতুর ওপারে ৬০ উপমা ৬১
মন্তাজ ৬১ ট্রাপিজ ৬২ পুং. ৬৩ স্ত্রী. ৬৩ বয়ঃসন্ধি ৬৪
হাসপাতাল ৬৫ টুকরো ৬৬

চন্দ্রভুবনের দিকে

কর্পোরেট ৬৯ ফুসমন্তর ৭০ বাজার প্রসঙ্গে এক দুই ৭১ সহনাগরিক ৭২
লাশ ৭৩ সশরীরী ৭৩ প্রতিটি হত্যার শেষে ৭৪ সরীসৃপ ৭৪
বিনির্মাণ ৭৫ মায়াবন্দর ৭৫ শুশ্রূষা ৭৬ চুপ ৭৭
পথের উপরে গ্রামখানি ৭৭ বাস্তু ৭৮ হেমন্তের রোদে ৭৮
ছোট্ট ছেলেটি ৭৯ গোলবৈঠক ৮০ বাদুড়ের দল ৮০
ক্ষমতা ৮১ ডাইনে ও বামে ৮২

বর্ণমালা

বর্ণমালা ৮৫ পরি ৮৬ একবার ৮৬ আমার এখন কাজ এই ৮৭
এনেছি সবজি কিনে ৮৮ চিহ্ন ৮৮ কখনো সময় ৮৯ অবিরত ৯০
ঘুমিয়ে পড়েছি ফের ৯০ অশরীরী ৯১ আবারও রাত্রি এল ৯২
ফাঁদ ৯৩ সীমান্ত ৯৪ দর্শন ৯৪ নিবিড় ধরণ ৯৫
দেয়াললিখন ৯৬ হিরামন : ভেসে বহু স্বর ৯৭
অযান্ত্রিক ৯৮ সময়-অসময়ের কবিতা ৯৮
বোধ-বিষয়ক কিংবা উদ্‌ধৃতি-বিষয়ে ৯৯
মাটি ছেড়ে যায় ১০০ বহমান ১০১ অবরুদ্ধগতি ১০১
ছিল নাভি, চন্দ্রমুখী ১০২ অ-নির্বচন ১০৩
একটি বোবা মেয়ে, আমার বই ১০৪ একটি যান্ত্রিক কবিতা ১০৪
গৃহদাহ ১০৫ দাম্পত্য ১ ১০৬ দাম্পত্য ২ ১০৭ এক্সকিউজ্‌ড ১০৮
অবভাস ১০৮ নস্টালজিয়া ১০৯
একটি স্মার্ট কবিতা ১১০

বর্ণমালা

পাণ্ডুলিপি ১১০ সময়ের সব ভগ্ন রাশি ১১১
ফেরা ১১১ ব্যাজ ১১২ গলিপথ ১১২ ক্যালেইডোস্কোপিক ১১৩
অমৃত অ-মৃত ১১৪ এপিটাফ ১১৪ অন্তিম ইচ্ছেরা ১১৫
ধ্বস্ত এই চরাচর রেখা ১১৬ বোধিব্রহ্মনির্বাণে ১১৭ পরিসর ১১৮
কান পাতলেই ১১৮ ওই-যে টেবিল ১১৯ অবিনির্মাণ ১১৯
এক চিলতে জমি ১২০ ভিতর পরিধি ১২০ বিষাদ সারস ১২১
আরো কত দূর ১২১ সেইখানে পোস্টম্যান ১২২
অক্ষর বিবর্ণ হলো ১২৩

পাতাভরা মুখখানি

পাতাভরা মুখখানি ভাসে গঙ্গায় ১২৭ স্টার্ট ক্যামেরা সাউন্ড ১৩৩
আরোগ্য সিরিজ ১৩৭ অসময় ১৪৪

ঘরে ফেরা মুহূর্তেরা

রাত্রি নামে। নেমে আসে ঘুম
মায়াবী চোখের থেকে তারল্য, নিঝুম

চুপ চুপিসাড়ে—
কোথাও রয়েছে জীবন
অভিসারে

খোয়াবনামা

খোয়াব ১

যখনই উড়িল কেশ অবিমৃশ্য ছায়ার খোয়াবে
দেখি কাচ আধভাঙা হেঁটে আসে বিকেলের রোদে,
ঘুমিয়ে পড়েছে আর ঘুমিয়ে তো শ্মশানবন্ধুরা—
মৃতশরীরের ঘ্রাণে পোড়াগন্ধ উড়ে উড়ে পুড়ে যায় চোখ

পোড়ে

জল যেন গেল ভেসে। খেয়ানৌকো ভাসে পারাপারে—
সূর্যটি রয়েছে ভাঙা, ফলে, সৌরলোকে দেখি উড়ে চলে দু-দশ ফড়িং

ওড়ে

গুঁড়ো ছাই। ভাঙা কুলো। জীবন পেয়েছে যারা তামাশায়, অশ্লীল বেঢপে
তাদের রক্তের রেখা ছায়া হয়ে ফসিলের গর্ভে ঢুকে পড়ে

খোয়াব ২

ট্রাম্পেট বেজে ওঠে, বাজে হিম শব্দের প্রার্থনা
তবে কি ঝরনাই ছিল একদিন? ছিল কি জলের উন্মাদনা?

এইখানে?

নিশ্চিহ্ন হতে হতে ভাঙাচোরা ফেলে গেছে ঘন
কোনো-এক মানুষের কাতর স্পর্শের ছায়াটুকু

নির্জ্জানে।

আমি সেই ফাঁকতালে পেয়ে যাই হারানো টুকরো— বোতামের—
পেয়েছি খোয়াব এক, রেখে যেন কাঁধে হাত হাঁটে পাশে পাশে

খোয়াব ৩

পাশাপাশি শুয়ে আছি আমি ও বেড়াল। গোঁফে লেগে
বাসি খাবারের ঘ্রাণ, চেটেপুটে তাকে
সে আমার শরীরের ভিতরে ক্রমশ
সেঁধুলো যে বলব কী শেষে
পাশ-ফেরা হলো বড়ো দায়;

শেষে—

হলো যে-চমৎকার, সেই কথা বলি :
ডানা মেলে বসল সে জানালার প্রবীণ গরাদে
আলোটুকু গিলে ফেলে জ্যোৎস্নার মায়ামমতার—
উড়ে গেল গলিত আঁধার ফুঁড়ে। গলে তার নখরের আঁচড়ের দেখি
বসে আছে শিয়রে শুশুক

খোয়াব ৪

ছাইপাঁশ পড়ে আছে, অন্ধকার ফেলে রেখে স্রোতের গভীরে।
সেই-সব দেখাশোনা, ঢঙটুকু, রোজকার অভ্যস্ত বিকেল—
মনে হলো, কিছ্ছু না, মনে হলো ফাঁকি

ধীরে

চাঁদের সময় নিয়ে চাঁদটির মতো
বালিশে লুকিয়ে মুখ মেয়েদের হলো খুব কঠিন অসুখ;
তাদের হাতের থেকে খসে খসে পড়ে গেল চুড়ির গহনা

ফিরে

ভেজা এক পালকের ঘন
প্রান্ত থেকে উড়ে গেল খড়কুটো— কুড়োনো গেল না

২০১৩

ঘরে ফেরা মুহূর্তেরা

মুহূর্ত ১

দরোজা রয়েছে কোন্ দিকে?
ঘরের নিকটে এসে এ-কথা জরুরি খুব মনে পড়ে গেল

মুহূর্ত ২

চারিটি দেয়াল আর ছাদটুকু ঘিরে যদি হয়ে ওঠে ঘর
দুইটি বিন্দুকে নিয়ে রেখা দিগন্তের—
তাহলে অবাক কেন মিথ্যে যে ধুত্তোর
খুঁজে খুঁজে ফেরো তুমি মাত্রাকে নির্বন্ধে?

মুহূর্ত ৩

গনগনে আঁচে সেঁকে নেয়া গেল দুইখানা রুটি। তরতাজা।
এরপর ডাইনিং হলে বসে টেবিল-চেয়ারে
আমি ও সে-জন।
রুটি দুটি ভাগ হয়ে হাঁটে গুটিগুটি
আমাদের উভয়ের মুখের বিবরে।

অকস্মাৎ হলো যে কী, দেখি
মুখোমুখি বসে আমি, জামার কলার

মুহূর্ত ৪

ঘরে ফিরে ঠিকঠাক নিয়েছ কি দেখে
          সমস্ত রয়েছে পরিপাটি?
যেখানে যেমন থাকে মুহূর্তেরা পড়ে,
          এদিকে ওদিকে সব আনাচকানাচ—
পাতলুন, ছাতাভাঙা, বেঁকেচুরে চায়ের গেলাস?

মুহূর্ত ৫

পাঁচিল টপ্‌কে সশরীর পৌঁছোনো গেল।
একে একে চোখের সামনে চিচিং ফাঁক
খুলে গেল দরোজা-জানালা;
কড়িবরগার থেকে ঝুঁকে এল রংবেরঙের যত চিত্র-বিচিত্তির,
তীক্ষ্ণ তীর্যক
ঝুঁকে এল ঘন এক সীমা, সিল্যুয়েটে

মুহূর্ত ৬

সব পাখি ঘরে ফেরে— সব নদী—
(আজও কি খোঁজা চলে গ্রাম-রাজধানী?)

তাহলে শোনাই যা ঘটল অতঃপর :
মুখোমুখি বসিলাম আমি ও জীবনানন্দ, কবি
হলো কথা লেনদেন নিয়ে

হঠাৎই বললেন তিনি, "করেছ বেজায় ভুল তুমি ইশ্, এ-ঘরে রয়েছি আমি কত বহু দিন!
তোমাকে নেহাত চলো পৌঁছে দেই ঘরে।"
আমি বলি, "না না থাক, নিজেই পারব আমি। নমস্কার। চলি।"

মুহূর্ত ৭

তুমি বললে, "হুঁ, এও স্বাভাবিক, এভাবে শব্দের ফিরে আসা।"
আমি বলি, "লিপি? তার বেলা?"
বললাম, "উধারন দিচ্ছি, ধরো— 'ঘর', 'ফেরা' এবং 'মুহূর্ত'—
কিভাবে মেলাবে তুমি, যদি যতিচিহ্নে লিখি এবম্বিধ :
ঘর;
ঘরে-ফেরা।
ঘরে-ফেরা-মুহূর্তেরা?"

মুহূর্ত ৮

দাঁড়িয়েই ছিলে তুমি। ছিলে জানালার মতো চেয়ে।
জানালার পার্শ্বে আমি চক্ষু রাখলাম।
দেখি নীলাকাশ,
দেখি অন্ধকার। গুঁড়ো-গুঁড়ো। দেখি
সাঁকোকে পেরিয়ে মেঘ ভেসে চলে গেল।

এইবার জানালাকে রাখা হলো অন্যদিকে ফিরে

দেখি শূন্য। দেখি ছায়া।
ঝুলে আছে বিন্দু সতিমিরে

মুহূর্ত ৯

ছায়াকে ভৌতিক জ্ঞানে পড়েছ ঘুমিয়ে,
ঘুমিয়ে তো প'ড়ে ওই রাতের কেলাস;
কারা যেন ফিসফাস গল্প আর কথা আর গল্পের ভিতরে ফিরে পাশ
ফেলিয়া চলেছে দীর্ঘশ্বাস

মুহূর্ত ১০

এক-একটা দিন যেন অমলিন
জড়িয়ে নিজেকে রাখে আবছায়া চশমার কাচে...

মেঘলা আকাশ, আর্দ্র বাতাস
পূর্বাভাসে জানা হলো বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝোড়ো বৃষ্টি-সম্ভাবনা

ভয় হয়, ভেসে যাবে শহরের সব পথঘাট,
ভেসে যাবে রেলপথ, ব্যস্ত চলাচল।
আজ তবে কাজ নেই ঘরের বাইরে গিয়ে। বলো?
ঘরে ফেরার বালাই রইল না কোনো

২০১০

মালি

তারপর বজ্রবিদ্যুৎ শেষে ঝলমলিয়ে উঠল রোদ।
মালি বলল, "গাছেদের গোড়ার মাটি নিড়ানো প্রয়োজন।" আমি ভাবি, তার মানে মূল,
মূলত অর্বুদ;
তক্ষুনি নেমে পড়ি কাজে। অতঃপর
কার্য সমাধা হলে দুইজনে দু-দণ্ড বসে বিড়িতে দিই টান
বউ এসে বলে, "এ কী! বসে যে রয়েছ বড়ো? জল?"
আমি বলি, "কেন?
                বৃষ্টি তো হয়েছে ভালো, যথেষ্ট রকম!"
অম্নি তখন মেঘ, মানে জলধর, কোত্থেকে এল একছুটে,
গাছেদের, আমাদের ভিজিয়ে দিয়ে শেষে
                ডানা মেলে উড়ে গেল পশ্চিমে ভেসে
মালি বলল, "আজ তবে আসি?"
আমি বলি, "যাবে? বেশ।" বউ কিছু বললে না; দেখি
গাছেদের জলেদের, জলেদের গাছেদের মাঝে
বিছিয়ে দিয়ে সে কেশ, বক্ষদেশ, মুক্তবাহু, শাড়ি :
                                দিয়েছে সে

২০১৪

জন্মান্ধ

রাস্তা পেরুব কী, হোঁচট লেগে পড়েছি বেদম।
অথচ নাকের ভাঁজে রয়েছে সানগ্লাস এঁটে। রয়ে পরিপাটি!
তখন রমণী প্রৌঢ়া একজন
ধীর পায়ে স্বভাবত হেঁটে
ভ্যানিটি ব্যাগের থেকে পঞ্চাশের নোট
        হাতে গুঁজে সকরুণ হলেন উধাও!

তারপর একে একে অসমবয়সি কতিপয়
নারী-পুং নির্বিশেষে হয়ে একজোট
কমবেশি চাঁদা তুলে দিল অর্থকড়ি।
এমনকি করুণাবশত একজন
হাতে ধরে পার করে দিলে রাস্তাও;
কে যেন বলল, "আহা!" অনুকম্পায়, "লাঠিও জোটেনি ওর! জন্মান্ধ বেচারা!"
মনে মনে ভাবি, অন্ধ? আঁধার দু-চোখ?

ধীরে
একে একে ছেড়ে যান হিতকারী সকলেই।
আমিই-বা করব কী, ফিরে
এ-গলি ও-গলি ফেলে ঢুকে পড়ি আয়তনে— পুরানো-সে ভাঙাচোরা বই-দোকানের—
ভিক্ষা-অর্থে কিনে আনি বই

এনে,
পড়ার টেবিলে বসে থম মেরে রই;
দেখি, কোথায় অক্ষরলিপি, কোথায়-বা রয়েছে জুড়ে অনুচ্ছেদ, যতি
পাতার উপরে পাতা সাদা-সাদা আব্ছা পরিণতি

২০১৪

ভ্রান্তিবিলাস

এভাবেই পেরিয়ে সাঁকো দেখা হলো পুন
পেরিয়ে ট্রাফিক গেল শববাহকেরা;

পিছনে তাকাই। দেখি, গাছেরা নিবিড়
দূরে ছায়া, কুয়াশার দিকচক্রবাল

ছবিরা বিলীন জলে, বালি ও পাথরে
—সময়ের ভুলে সহসায়।

২০১৫

রেলিঙের কবিতা

১

ওইদিকে ছায়া প'ড়ে।
ভিতরে

লণ্ঠন ন'ড়ে যায়। অন্ধকার :

অদূরে।

অন্ধকারের বাইরে
পুড়ছে দু-চোখ

২

এ যেন ঝরনার জল
এই-সব নিরন্তর স্রোতের অপার

এই-সব আমি
দেখেছি তো আমি
ছুঁয়েছি আঙুল ভিজে ঘন অন্ধকার

৩

তোমাকে ছুঁলাম আমি কোনো-একবার।
তুমিও কি ছুঁলে একবার?

বিভ্রম হয়েছে জ্ঞানে শূন্যতায় ভেসে উঠি আমি,
মেলে দিই হাত

বিভ্রম তবুও ছুঁয়ে পরস্পর : সিঁড়ি

৪

সিঁড়িতে উড়িয়ে চুল সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
উঠে এলে যেই
দেখি
পাখিরা রেলিঙে...

মুহূর্তে বদলে যায় গতি, সিঁড়িটির

৫

কয়েক মুহূর্ত আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।
মুহূর্তের পরে।

কয়েক মুহূর্ত শেষে
ভঙ্গিমা অশেষ
অ-দ-ল-ব-দ-ল

৬

শীতের দুপুরে
ভাবনারা এল
কমলালেবুর মতো।

এল ডানায় ভর করে
ঠিকানা তোমার

৭

কথা শুরু হয়েছিল ভোরে। কুয়াশায়,
নৌকোর ভিতরে;

মেদুর ছড়ানো চুল
উষ্ণতার ভারে

দেখি জল, পা-যুগল
ঢেউ ভেঙে জলের উপরে

৮

রৌদ্র পড়েছে বেঁকে, প'ড়ে আছে জল
জলের উপরে শূন্য
ভগ্ন আলোকণা :
পিরিচে উপচে প'ড়ে এ প্রিয় অক্ষর।

এ-সব অক্ষরলিপি আমি লিখেছি কি ?

৯

সিঁড়ি নেমে গেছে।
নেমেছে অতলস্পর্শ খদের কিনারে

সিঁড়ি উঠে গেছে। উঠে
সীমাশূন্য তলের নির্ভারে

সিঁড়িটির রেলিঙের ধারে
আনত প্রসারে
এক... দুই... তুমি

২০০৭

সামান্যের নিবিড় সোপানে

১

তোমার নিবিড় থেকে ঝুঁকে আসে ঘুম,
ঝুঁকে আসে নিরলস জলের সফর;
ছেড়ে যায় অবসর, নিহিত ছায়ারা
ছেড়ে দিয়ে নৌকোযান, স্রোতে চরাচর

২

কবে যে কে এসেছিল জন্মের মুহূর্ত নিয়ে কবে,
একবার দুইবার সহস্রে সহস্রবার সংখ্যার ভিড়ে?
এসেছিল স্বপ্নের মুহূর্ত থেকে ঘুমের গভীরে
একবার জেগে উঠে একাগ্র শরীরে

৩

আহ্লাদে যেন সে জেগে উঠেছে মায়ায়,
জাগরূক-স্পর্শে তার ভরে উঠে স্তব;
ভরা জ্যোৎস্নার পিঠে অশীতির আঙুলের প্রায়
তোমার ছড়ানো চুল, প্রাচীন হরফ

৪

আমার মুহূর্তদের আমি বানিয়ে তুলেছি যেন
জলে-ভেজা কোনো-এক উদলা আকাশ,
গাছেরা যেভাবে ঠিক শূন্যকে বসিয়ে মগডালে
পাখির ডানার পিঠে ফেলে দীর্ঘ শ্বাস

৫

রাত্রিজল ভরে আছে কলসশরীরে
জ্বরের করুণ তাপ শুষে নিয়ে ঘুমে

৬

নিকটের পথ ধরে হেঁটে যায় পাতার মানুষ।
কুয়াশার ছবি তার পড়ে থাকে জলে—
ভাঙা রোদ, ভাঙা রেখা, সামান্যের নিবিড় সোপানে
ঘুরে চলে ছায়াপথ, ছায়ারা অন্যথা মায়াবলে

২০০৭

আশ্চর্য কবিতাখানি

আশ্চর্য কবিতা পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, আর
ভেবেছি ঘুমিয়ে,
এ-সব শব্দ কি আমি কোথাও শুনেছি বেশ? আমিই কি শেষমেশ...?

তারপর বেজে ওঠে তীব্র সাইরেন, ঘড়ি বাজে আটটা ঊনষাট
মা বলেন, "কিরে! জলখাবার খাবি নে?"
আমি বলি, "এক মিনিট মা!"

এভাবে মিনিট পেরিয়ে ঘণ্টাই হয়তো-বা, কী জানি সময়, চোখ তুলে দেখি
দাঁড়িয়ে জননী

আশ্চর্য কবিতাখানি রাখা ছিল বালিশের নীচে

২০১৪

কুয়াশাসফরে

১

. ওই হেঁটে আসে কুয়াশামানব, তার
গতি লেগে আবছায়া গড়াল সময়। ওর কাছে
যাই। ভাবি, ধরি হাত। ধরি?

কিরকম গলে যায়, গলে গিয়ে পথের বাঁ-পাশে
স্থিরগতিপ্রায়

নেমে আসে অন্ধকার, ভিজে
টেনে নেয় হাত
বুকের ভিতরে ঘন, ঘনতার গোপন স্বভাব

দেখি তাকে। সৌদামিনী দাসী।
চিনেছি কি? অনল যেদিকে—
বলি ডেকে, যাবে?

২

কোথায় চলেছ তুমি ভোর-ভোর ভেজা অন্ধকারে?
কার কাছে? চেনা বুঝি মনে হলো তাকে?
হয়তো-বা চাঁদ ছিল তখনও আকাশে লেগে ভাঙা
শরীরে অস্থির ধোঁয়া, রোঁয়া রোঁয়া লোমশ পোশাকে

ঢুকে

তুমি যেন এ-গলি ও-গলি কানামাছি
নিজেকেই ঘুরে ঘুরে শামুকের মতো অগরজে
চলে যাও হেঁটে। দুই পায়ে ওড়ে বীজখই

যাবে? কত দূর পাড়ি?
যাবে? পদব্রজে?

৩

নেমেছে জলের ঢালু, বেঁকে ওই পথের দু-ধার,
দুই পাড়ে ওড়ে ছাই, পাতাপোড়া আলো
একা একা হেঁটে আসে মেয়ে:
মেয়েরা কোঁচরে যথা নিয়ে অগোছালো

দেয় পাড়ি

ভাবে, যাবে, যেখানে রয়েছে ঘর, গেরস্থালি, কুয়োতলা চান
আলোচাল, সমীরণ, ঘ্রাণ

৪

নৌকো তো বানানো হলো। যাবে?
শরীরে লেগেছে ঢেউ। ভেঙে
গেছে দূরাবধি, পারাপার...

দূরের সোপান

জলে মিশে থাকে পরিণাম
সীমা

যাবে? যদি বলি, ভালো, নীরবতা হয়েছে মগন
যাবে?
কুয়াশা সফরে?

৫

ফিরে আসি। ফিরে অনাবাসে।
ওই-যে রয়েছে ভাঙা চালাটির নির্জন অভ্যাসে
    দু-একটি বিন্দু যেন নত হয়ে ভারে—
        ফাঁপা
        সতরল আকারেপ্রকারে;

নামে জল। জলধারা। নেমে আসে সীমা নিঝ্‌ঝুমে,
    চলো যাই দুপুরের ঘুমে।

    যাবে?
    ছড়ানো ধানের পাশে পাতকুয়ো। যাবে?

২০১৪

চলনসই

অনেক অনেক দিন কবিতা লেখার পর, কিংবা
আরো আরো দিন কবিতা না লিখে
চলনসই এক জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে আমি নেমে পড়ি রাস্তায়।

দেখি, দশ-বিশ কি একশো-দুশো মানুষেরা সহজেই পেরিয়ে তো এপার উস্‌পার:
দেখি, মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে কবেকার অন্ধ মেয়েটি গেয়ে চলেছে গান...

অনেক কবিতা লিখে, বা, না-লিখে কবিতা কোনো আমারও দিব্যি দিন কেটে যায়

২০১৫

কবি ১

দেখো
ছায়ারা কিভাবে নেমে আসে জলে,
কিভাবে-বা অন্ধকার মেলে দিয়ে তার
ডুবে যায় শরীরে নির্ভার,
ডুবে ডুবে ঘুমের অতলে।

আর তুমি অর্থহীন ভেবে ভেবে অক্ষরে অক্ষর
মনে করো এ তোমার অতীন্দ্রিয় জ্বর,
এ তোমার প্রিয় জলছবি;

ভাবো, ভেবে চলো
রোজ রোজ ছাইপাঁশ লিখে রাখে কবি

২০০৭

কবি ২

আমি তার হাত ধরি ঘুমে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে উঠি কেঁপে কেঁপে; কাঁপা হাত পড়ে থাকে শিয়রের পুটে।
এ-সবই উপমা। তবে, উপমিত হয়ে ওঠা দায় :
কবিরা এমনই বোকা-রোখা
পার হতে চায় নদী, পার হয়ে ইশারার স্তব।

কবি থাকেন নিরবচ্ছিন্নে,
        প্রকৃত অর্থহীনে

২০১৪

আমার দুঃখেরা

আমার দুঃখেরা জানে আমি দুঃখ পেতে পারি; দুঃখের ভেতর থেকে কেঁপে যায় হাত
স্পর্শ লেগে সকরুণ ঝরে পড়ে অভিমান, ছুঁয়েও দেখি নি তাকে, শিহরনটুকু
আঁধারপ্রতিম কোনো, কে যেন পেরিয়ে গেল জানালার স্থবির স্বভাব।
"এ-সবই চিত্রকল্প, এ-সব মায়াবী ঢঙ" বলে, তুমি দুঃখের পথের মতো দিগন্তের গামী
নেমে গেলে নির্জন স্টেশনে;
সেখেনে তখনও দেরি অথবা নেমেছে সন্ধে, বাতাসে লেগেছে ঘ্রাণ, শ্বাস নাও তুমি
পিছনে পাতারা ওড়ে; স্টেশনের কাউন্টারে অপেক্ষা সে করে আছে নিপাট কেরানি

... দুঃখেরা জেনেছে ঘুম, জানিয়াছে বয়েসের ছায়া নিভে গেছে

২০১৫

তাহাদের কথা

তারা এসেছিল কবে? এসে, নগরের ভিড়ে মিশে জেনেছে আশ্রয় অযাচিত।
জেনে,
ঘুমের ভিতরে তারপর, জানালার মতো খুনসুটি পাশাপাশি রেখেছিল হাত।
হঠাৎ কী হলো ভ্রম হঠাৎই বিভ্রম হাত অন্ধকার নিকটের ক্রমশ বিলীন কুয়াশায়;
ক্রমশ কুয়াশাঘন বিবর্ণ পাতার রং উড়ে গেল ডানা ওই পোশাকের ছায়ার বিবরে।
দূরেতে পড়িয়া ছিল ফেলে-আসা যাপনের শীতার্ত শিশির ঘাসে, ঘুমের উপর:

অপেক্ষা স্থবির জলে, গাছেদের ছায়া নড়ে, কথা তাহাদের

২০১৫

ঘুমের কবরে

আমার এখন ঘুম পেল আমি ঘুমিয়ে কী করব ভেবে ঘুমিয়ে পড়েছি ভাবি মনে
কে যেন পেতেছে ছায়া অন্ধকার ছায়াবৎটুকু চোখের উপরে আহা কী ভালো কী ঘুম
মৃত যেন শরীরের— মৃত্যু আলোর ক্ষমা— উড়ে উড়ে যায় উড়ে প্রাণের জগৎ
মেঘলা পড়ে না মনে মেঘেরা কেমন করে জানালার মতো ছুটি— ছুটি-ছুটি
আকাশ-ভিজনো
আর তুমি সেই তুমি অভ্যাসের মতো তুমি রয়েছ তো ঘামে ভিজে লেপাপোঁছা
মিশকালো হয়ে
এ যেন নিবেশ সমাহিত এও ক্ষণকালসীমা রয়েছে ছড়ানো গৃহে গৃহস্থসহায়
অগোছালো
কথা বলে শিশুবেলা কথা ভেসে থাকে কানে কথার ভিতরে ঘুম পরি হয়ে ওঠে
দুধেভাতে—

আয় তোকে দু-বেলা দু-মুঠো দেব চুমো দেব চাঁদনিভু প্রহরের টিপ এঁকে
ঘুমের কবরে

২০১৫

বুড়োটে

“সবকিছু ভেঙেচুরে বের হয়ে-আসা অত সোজা নয় বাপু”, বলল সে
বুড়োটেমার্কা প্রৌঢ়;
যে কি-না একদিন গিলেই ফেলতে চেয়েছিল মস্ত এক অ্যাকোয়ারিয়াম—
কেননা, প্রায় তিনদিনেরও বেশি এমনকি ছিল না তার পেটে সামান্য
দানাপানিটুকু,
কেননা, চিড়িয়াখানার সেই কর্মচারী মেয়েটি মাছগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল
খাবারের দানা...
মেয়েটি অবশ্য ও-কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, “আমাকে তো সাহায্য করতে
পারো বুড়ো?”
“হ্যাঁ, খুউব পারি”, বলে, প্রৌঢ় লেগে গেল কাজে। লেগে, কখন-যে
অনবধানতাবশত খুব
ঝুপ করে পড়ে গেল অ্যাকোয়ারিয়ামে আর, হয়ে গেল দাড়িগুম্ফ মাছ বিলকুল!

অতঃপর তোলপাড় তোলপাড় জলের ভিতরে ঢেউ তুলে গোগ্রাসে চলল গিলে
খুদ-দানাপানি।
মেয়েটিও দুরুদুরু অস্থির ক্রমশ বুকে প্রৌঢ়ের কথার মানে বুঝল তক্ষণই।

২০১৫

ভালোবাসা সিরিজ

১

ভালোবাসা খুঁজে ফেরে হাত নীরবের।

সময়কে পার করে বসে থাকে নিভৃত চালক :
উষ্ণতার ধীর প্রকরণ

ভালোবাসা ডানা হয় স্থির করতল

•

গন্ধে জেগে ওঠে পোকা-মাছি,
জাগে জাগে শীতের প্রথম
পিঁপড়েরা হেঁটে আসে ভোর-ভোর বিছানার ঘুমে
সূর্যের হাওয়া ওড়ে, চুল ওড়ে, রূপের কলাপ
ভালোবাসা হ্যাচবোল্ড ভেজানো দরোজার

•

যাব যাব— গিয়েছি দুপুরে—
তারপর গেছি আরো দুপুরের পরে,
গিয়েছি তাহারও পরে সন্ধে নেমে এলে
সময় আঁধার গলে নিকটে তাহার

ভালোবাসা রাখে হাত বিষাদের ঝুঁকে-পড়া রাতে

•

ঘুমের ভিতরে ঘুম, ক্লান্তি নামে, নামে চাঁদ টুপ করে জলে
উড়ে যায় অন্ধকার— গুঁড়ো বাতাসের—

একদা শৈশব এক, একলাটি মুখর জানালায়
প্রেতের ছায়ার মতো দেখেছিল রূপ

এখন মৃতের পাশে পড়ে থাকে ঘট
ভেসে যায় ওম কার,
ভালোবাসা পায়

২

বাইরে গুলির শব্দ; আর্তনাদ ঢেকে দেয় বুটের গর্জন

ভিতরে কুয়াশালীন ধূসর আঙুল

আঙুলে আঙুলে লাগে, ওঠে-নামে শ্বাসে চাপা শ্বাস
বাইরে যেও না তুমি, গিয়েছে পলাশ

ভিতরে বেসেছি ভালো ভিতরের গৃহীকে, সন্ন্যাস

৩

অনেক দূরের কাছে পরিণতি আছে।
আছে স্রোত ভাঙাচোরা, শ্বাসের মতন

আর তুমি লিখে রেখে নামের বানান
দূরের নিকটে গিয়ে খুলে ফেলো উলঙ্গ তোমার

জেনে নিতে চাও জন্ম; কৌমার্য, প্রণয়

৪

তারা ছিল পরস্পর অন্ধকার জঠরের মতো কোনো শীতের নিবিড়ে,
ওত পেতে অথবা সে হামাগুড়ি জটিল সোপান

তাদের চোখের নীচে জ্বলে ওঠে রং যেন বেড়ালের ওম
এঁটোকাঁটা চেটেপুটে ফেলে যায় বাসনের ভিড়ে;

আবাল্য বিধবা দুই রৌদ্রমাখা কাপড়ে জড়ায়

৫

রাত্রি বেজে তিন : কুকুরের কোলাহল ভেঙে আরো কোনো রাত
নেমে আসে। কথা বলে কানে কানে ঘুমের ভিতর।

এরা আজ ফসিলের মতো। পাথরের
মতো শুয়ে জন্মান্ধ জীবন। পাশাপাশি
একে অপরের। রাত্রি বেজে তিন : কুকুরেরা সংগমশেষে
গুটিসুটি ঘুমে।

জেগে শুধু চন্দ্রাতপ, বিষণ্ণ তস্কর

৬

এবং নেমেছে আঁধার। পতনের মতো
জলসিক্ত নেমে আসে ছায়ার তরল।

দ্রাঘিমা-গভীরে চাঁদ পাড়ি দেয় নেশাবন্দরে। জ্বরাতুর
ঝুঁকে পড়ে জ্যোৎস্না যার আলোটুকু ভেঙে দুই ফাঁক;

দু-ফাঁকে প্রসিত ঘন, স্নায়ুকোষে স্বপ্ন জাগে ঘুম
দোলে শস্য আদিগন্ত, কুয়াশা দোলে দিগন্ত বিস্মৃত

•

এই ভালো। ছেড়ে-যাওয়া মুহূর্তের মুগ্ধ নীরবতা।
জেনেছি অনস্বীকারের ভিতরে থাকে গূঢ়তর অস্বীকার কোনো।

থাকে। তবু চলা যেন হয়ে ওঠে অতি শারীরিক;
দেখা যদি হয় ফিরে, হয়তো বলবে এসে, “ভালো আছো ? তুমি ?”
“ভালো”, সহজেই বলব তোমাকে।

তারপর বেঁকে যাবে পথ দু-দিকে কিনারে,

৭

ভিন্ন এক গড়নের দিকে কুলীন গৌরবে যেতে চায় সকলেই : যাবে তবু চিকীর্ষা
নেই, কৌমস্বভাব।
ভাবে, লাইনের বরাবর গতি : এবং অ-প্রয়োজন দিকচক্রবাল : এবং স্মৃতির পরতে
বিষণ্ণ অ্যালবাম

দেহভারে ডুবে যায় দেবী ও ঈশ্বর
দূরের বন্দরে ক্রমে সন্ধ্যা নামে সফরের শেষে

তখন ধূসর চাঁদ জ্যোৎস্নাকে গিলে নিয়ে হয়তো-বা পাড়ি দেয় দ্বীপের ভিতর :
তখন একাকী তুমি— নরকে একাকী তুমি— তুমি তুমি ভেসে আছো— হা যৌন,
জন্ম হা, হা তরাসে

২০১৫

খাপছাড়া

শামিয়ানা শবের উপরে।
দূরে নৌকো, জল ভাসে ধূসর কলসে

চুল্লির ভিতর থেকে লাফ দিল সূর্য যেন খসে পড়ে মেঘ।
দোকানি বলল ডেকে, "আপনিই শ্রীমধুসূদন?"

কে সূদন? মধুময়! নিকটেই বনমালীপুর—
খাপছাড়া বাড়িগুলি শীতের প্রহরে

২০১৫

পথ ও মিউজিয়ম

১

এ-কথা হয়েছে লেখা জানি বহুবার।

পুনরায় লিখি তাকে
অক্ষরে অক্ষরে

'জীবন কেটেছে ভিড়ে সকরুণ অতি' :
যে-ধূসর প্রান্তছবি পথের দু-ধারে

২

কিভাবে নীরব হয় নিবিড় প্রান্তর?
আগাছারা বেড়ে ওঠে বীজশস্যতলে?

যেন ফলকের দিকে ঘুরে যায় পথ,
যেন বসে-থাকা চরে, সৌরগামী ছায়ার বিবরে

মাপাজোকা শেষ ক'রে সজলের চায়ের দোকান

৩

কারা যেন টিপছাপ দিয়ে গেল আঁধার বিকেল।
কারা ফের আসে ফিরে পথ ভুল করে,
সংখ্যা দিয়ে লিখে রাখে জীবনের রং।
ফিকে হয় আলো, দূরে সেতুটি হারায়

৪

মাইল মাইল ফেলে কত কিমি চলে যায় যান?
সংখ্যারা ভেসে ওঠে স্পীডোমিটারে।

কত কিমি সফরের শেষে রয়েছে উড়াল?
ডাইনোসরের পিঠে মিউজিয়মের সিঁড়িটি বাঁকা
প্রস্তরযুগীয়।

২০১৫

যাবৎ প্রকাশ

"সবই তো বোঝা গেল ভায়া, কিন্তু ভাষা? ভাষা কই, নিজস্বের?
প্রশ্ন ছুঁড়ে তিনি
সোফাতে এলিয়ে দিলেন গা।
বটের ঝুরির মতো ছড়িয়ে দুই পা।

আমি দেখি, নীল-রঙা প্রজাপতি এক
আমাদের মধ্যখানে ঘুর্ণিপাক মেরে
উড়ে গেল হলদেটে ফুলের নিকটে অচিরাৎ।

তারপর সবুজ সবুজ আর সবুজে সবুজ হলো যাবৎ প্রকাশ

২০১৫

ওরফে

এক-পা দুই-পা করে এগিয়ে চলেছি আমি। পিঠে বিরাশিসিক্কা বোঝা। পিঁপড়ের মতো যেন টেনে নিয়ে চলেছি টুকরো চিনির দানা। নিজেকে। চলতে চলতে সামান্য জিরিয়ে নেব মনস্থ করে পথের মধ্যে খুঁজে পেলাম হাড়জিরজিরে এক বুড়ো নিম গাছ। বোঝা নামাতে যাব, দেখি, গাছের শরীর বেয়ে চিনির দানাকে নিয়ে প্রাণপণ উঠে চলেছে মাত্রই পিঁপড়ে একখানি।

পড়ে যাচ্ছে
কিন্তু উঠছে...
পড়ে পড়ে যাচ্ছে
তবু বেয়ে চলেছে...
পড়ে পড়ে পড়ে যাচ্ছে
আবারও ঘুরে উঠেই চলেছে...
এক-পা দুই-পা...

•

জানি না কেমন করে হলো। তবু কিছুমাত্র টের পাবার আগেই ঘটে গেল সব। লোকেরা তো থ! আমি নিজেই কি কম বোকা বনে গেছি? চারপাশে কানাঘুসো, অবিশ্বাস, কুটকচাল। কিন্তু যা হবার তা হয়েছে, বা, যা হবার নয় সেটাই ঘটেছে। এর জন্য এত ইনিয়েবিনিয়ে কথার যে কী মানে! সোজাসাপটা বলে দিলেই হয়।

ভোঁ ভাঁ। চোখের সামনে থেকে হঠাৎই উবে গেছে অমুক চন্দ্র তমুক, ওরফে দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক।

•

জলছবি সাঁটা ছিল কাগজের গায়। পাতা উলটে গিয়েছে কি, দেখি, নৌকো হয়ে ভেসে গেল যাবৎ অক্ষর। এ-সব অক্ষরে কত বানিয়ে তুলেছি শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ। এ-সব অক্ষর আমি জেনেছি নিবিড় পাঠ— 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। চিনেছি যাপনছবি। একাকী নীরবের।

•

আশ্চর্য! এই-যে ধরেছি হাত, ডানা হয়ে উড়ে গেল শূন্যতা। ভাবি, উড়ে উড়ে যাবেই-বা কোথা? ভাবি, কিভাবে সম্ভব আবিষ্কার কোনো? আমি কি জেনেছি, কী রূপে মেলিয়া ডানা হাত-জোড়া ছুঁয়ে যায় সময়ের এক দুই পরতে পরত? শুধু মনে হয়, মনে মনে এভাবেই মনে শুধু হয়, ইত্যাদি কল্পনা মিশে ছাপোষা দিন-অনুদিন। বস্তুত ঘর। আনাচকানাচ।

•

কী কথা যে বলে চলেছি, বলতে চাইছি আর, স্মৃতি হাতড়ে তুলে আনছি বিগত দিনের। সবই যেন অতীত, বর্তমান আসে রবাহূত, এবং, ভবিষ্যৎ নৈঃশব্দ্যের আঁতুড়ঘর। সে-ঘরে হতচ্ছাড়া এককণা আলো ছুটিয়া বেড়ায়। চাও বা না-চাও তুমি, বসে আছো দর্শক।

•

একদিন বাতিল হয়ে যাবে সব। হাতচিঠি, আঁকিবুকি, লিপিগৌরব। একদিন ভাষা যাবে বদলে; ভূগোল, পরিচয়। বদলিয়ে সকল বিশ্বাস। বিস্ময় তবু লেগে ভঙ্গিমার। স্বপ্নিল মুহূর্তেরা। একদিন।

•

লিখিত শব্দেরা। মাইলফলক জুড়ে যোজনে যোজন বিস্তৃত। তুমি বললে, "এইবারে যাওয়া যাক যেইখানে প্রান্তর আর, ধুধু আসমান।" আমি বলি, "বেশ তো! কিন্তু এখনও-যে রয়েছে বদ-অভ্যেস? টেবিলে পড়ে অসমাপ্ত চিঠি?"

তুমি পেরিয়ে যাও জলের কিংখাব।

•

কিছুই সত্য নয়। ঝাপসা পেরিয়ে পথ, নুড়ি ও পাথর। ছেড়ে-আসার মুহূর্তে মনে পড়ে কত। মনে পড়ে, একদিন অনেকের মতো আমিও হেঁটেছি এ-পথে। ঝুঁকে-পড়া গাছের সমীরে। ভেবেছি, কোন্ রং, শূন্যতা উপচে কাগজে। আগাছার ভেসে-ওঠা ছবি। হাতছানি। জেনেছি তো খাদ, মিশে থাকে মুহূর্তের অণুতম মুহূর্তে। অণোরণীয়ান।

২০১০

ইছামতির পাড়ে একটি সন্ধে

বালির উপরে দাঁড়িয়ে প্রবীণ সাইকেল।
চাকার ভিতর থেকে আলো দুমড়ানো মোচড়ানো
মনে করিয়ে দিচ্ছিল স্মৃতিকথা। ইতিহাসের পাতা থেকে গোপন অধ্যায়

আমার বাবার লেখা চিঠি। ঠাকুমাকে। শ্রীচরণকমলেষু মা...
একটা হলুদ খাম পাখি হয়ে কিছুক্ষণ সাইকেলের হাতলে বসে
ডানা ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে উড়ে গেল ধূসর বিকেলে

মাঝে সীমারেখা। ভিন্ন দেশ। নদী ভাসে পারাপারে।

২০১৫

মহাপ্রস্থান

আমি মৃত। লিপিরা শায়িত ঢেকে চাদরে সমিধ
এফোঁড় ওফোঁড় বিঁধে অর্থহীন দাগ

একটি নোনা বিকেল পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে রৌদ্রের শেষে
চলে গেল জাহাজঘাটায়।
সেইখানে অগণন চোখ। সেইখানে বালিঘড়ি স্তূপের আড়ালে। তরী
ভিড়েছিল নদীর তফাতে।

স্থানের বদল ঘটে জীবিতে ও মৃতে।

২০১৫

এখনও সময়

এখনই সময় নয় পেরিয়ে সফর
রাত্রির সঘন চাঁদ ঝুলে তমসার
ফিকে আরো ফিকেতর সমূহের তুঙ্গ আয়োজন :
পানীয় উপচে কীট বিষণ্ণ রেকাব।

তুমিও কি অপেক্ষার জেনেছ বিশদ ?
জেনেছ কি জল ভেসে শরীরের বেহিসেবি ফাঁদ?
ছড়ানো ধানের শীষে কুয়াশার স্রোত
অমলিন যেরকম পাখি ও প্রহর?!

এখনও সময় !
এখনও মৃতেরা প্রাণে ভিক্ষার কৃপণ !
যা কিছু প্রকাশ তার আধোটুকু আলোর খোয়াব :
বিভ্রম অপরিহত, তন্তুজালে কৃষ্ণগহ্বর।

২০১৬

প্রতিটি মুহূর্ত

প্রতিটি মুহূর্তই পরাধীন। ভেঙে-পড়া সাঁকোটির
দূরে, ছোটো, নেমে আসে চাঁদের কলপ,
মেঘ ওড়ে; ক্লান্ত নাবিকের পিঠ বেয়ে বেনজির
গলে পড়ে অন্ধকার : তারল্যের করুণ আবহ

গিলে ফেলে জায়মান, পোয়াতির ক্ষুধার কলস :
চৌচির রয়েছে পড়ে সময়ের শীতের প্রহর,
রয়েছে তো নামহীন নদীটির চিহ্নের বিষুব
এই মায়াগণ। এই এই হরিৎ চিকন। অবধারণার

২০১৬

ঘুলঘুলি

দিনগুলি এভাবেই ছেড়ে যায়। ছায়াদের মতো,
অথবা ল্যাম্পের করুণ আলোয় ঝুঁকে পড়ে শূন্য :
যে-শূন্যতা গিলে নেয় সমস্তই ব্যর্থ, সংলাপ,
ঘুলঘুলি থেকে নেমে-আসা
শেষ রশ্মিটুকু।

পথের উপরে আমি খুলে দেই দরোজা-জানালা,
ঘড়ির শরীর থেকে কাঁটা ওড়ে দ্রাঘিমা সফরে
আর, এভাবেই দিন, এইভাবে রাত : মিশে বাড়িটির পিঠে
দীর্ঘশ্বাসের মতন নেমে আসে অশরীরী হাত।

২০১৬

বিস্মরণপ্রিয়

আরো দূর খোয়া গেছে স্মৃতিমেদুরতা,
বিস্মরণ ঘন হয়ে বিকেলের হ্রদে,

জেগে থাকে ছায়াদের স্বভাবে প্রথার :
তখন স্রোতের ঘুম পরবশগামী।

কেন যাই শীতের প্রহরে ? অবসাদ
কেন ছুঁয়ে হরফে হরফ তার অনভিপ্রায়ের ?

শুধু স্বপ্ন ! মৃতেরা জন্মায় ক্ষণজ্বরে :
ক্ষণমাত্র জাগে রাত; ক্ষণ যার বিস্মরণপ্রিয়।

২০১৬

শেষটুকু

দৃশ্যত সমাহিত পথ;
প্রান্তর ক্ষমাহীন অধীন মায়ার :
জাগে ঋতু, শিশুদের স্বপ্নের বিলীন
বেলাশেষে ছেড়ে যায় ছুটি
সারসের ডানা থেকে ঘুমের আবহ,
জাগে গান, জীবিতের অনির্বচনীয়;

এই কি সময় ? গিলে ফেলে অস্থির অমোঘ
বাজারের পতন উত্থান ? সবকিছু
পাল্লার কাঁটার পিঠে টান ঝুলে-থাকা :
শবাধার, শুষে নিয়ে অলসের ঘুম। সময়ের
ছবিটি ধূসর, অথবা সে অবিকল
ছায়ারই মতন
                ভেঙে দেয় জলের গড়ন;

বাকি জেগে পারাপার, স্রোতের সফর

২০১৬

অবিনশ্বর

১

অক্ষরের বদলে ইদানীং আমি লিখে যাই সংখ্যাদের। আর, সেই-সব
ক্রমশ সাদা পাতার ভিতর হারিয়ে যেতে থাকে। অতঃপর তিন অহংকারী
১. অক্ষর
২. সংখ্যা
৩. সাদা পাতা
একটা পুরোনো বোঝাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে

২

একবার এক সূক্ষ্ম আলো স্থূল ছায়ার ভিতরে গিয়ে জানল, আসলে
সে যাকে ভেবেছিল স্থূল, তা হলো তারই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মা। অথচ
সে কি-না লিখে যাচ্ছিল যত্ত সব সংখ্যার বর্ণনা

৩

সংখ্যা জুড়ে জুড়ে আমি আরো-এক সংখ্যা বানালাম। তারপর
আবারও এক সংখ্যাস্বরূপ। এইভাবে অসংখ্যে ছড়িয়ে পড়ল তারা।
যেন তৈরি হলো— যথা জগৎসংসার...
শূন্যেরা বিলীন

৪

বালিতে যে-দাগ, মুছে গিয়ে ফের, সমুদ্র ফিরিয়ে দিল বালুকা-শরীর।
ফিরিয়ে দিল সে
এক দুই শূন্য

২০০৯

তখন রজনীবালা

বাজো

তুমি বললে, বাজো

বাজতে বাজতে হা হা মাঠের উপর
দাঁড়িয়ে রয়েছি দিনভর!

তুমি বলো, "ওভাবে একাকী নয় নিরঙ্কুশজ্ঞানে,
চেয়ে দেখো, যারা পরিযায়ী
শোনো গান— ঝাপটের— অন্তরা আস্থায়ী;
যে-পাতা মাটিতে প'ড়ে, শব্দ নাও কানে;
শোনো কান্না, অসময়, সমুচিত নিয়ে মানে-মানে
জানো ছায়া, দৃশ্যলীন— তমোঘ্ন সফর।"

আমি ভাবি, তাই?
যারপরনাই!
লিখে যাই তৃণভাষা : তোমাকে সুন্দর

২০০৭

শরীরে ভারে গুল্মলতা প্রবণ হলো কী-যে!
ছায়ার রূপে চোখ ঢেকেছি, মুখ দেখেছি নিজের;
যা ছিল সব একটি-দু'টি পাতার মতো উড়ে
জলের ঢঙে ভাসতেছিল সমস্ত দিন জুড়ে

আশ্রয়

ধুলো ওড়ে, ছাই
এ-ধুলো বিষাদে ওড়ে তোমার শরীর,
আশিরনখর

দূর হতে ডাকি। ডেকে বলি,
"ইদানীং কোথায় পেতেছ ঠাঁই শুনি ?"

হাঃ হা, হেসে উঠে বলো তুমি স্থির :
"কানা গলি বাই লেন
অবরুদ্ধ লেনের সফরে চাঁদভাসি
থাকি পাশাপাশি;
পাশে নিয়ে ধুলো
ধুলোমাখা আমি পোয়াতির।"

২০১৩

আত্মপ্রতিকৃতি

গুটি গুটি এসে তুমি শোনালে আমাকে, "শোনো অমৃতসম্ভব,
এই ধ্বস্ত, ধ্বান্ত এই মোহসর্বনাশ
তবুও রয়েছে জল, জলের মতন হয়ে গাঙ্গেয় চারণ..."
আমি বলি, "সেকি ! অমৃত সম্ভব ? কী-যে বলো তুমি !
বস্তুত জেনেছি ক্ষয়, মেনেছি আত্মহনন প্রকৃত প্রস্তাবে,
দেখি যে আনন আমি
আত্মরতিসুখে..."

২০১৪

আড়াল

আমি জানি, ঝুঁকে পড়লেই তুমি বলবে, "আঃ !
জিহ্বা তোমার পরাক্রান্ত জ্বরে !"
তুমি বলবে, "গোনাগুনতি রয়েছে টাকাকড়ি
অগোছালো এদিক-ওদিক পড়ে।"
আমি বলব, "বাহির এবং দেয়াল
কোথায় ঘিরে তুলছে নিবিড় আড়াল ?"
তুমি বলবে, "শোনো ! অনেক হলো, ভাত রাঁধতে হবে
সেইসঙ্গে সিদ্ধ মুসুর ডাল !"

২০০৬

পরকীয়া

আমার বউয়ের প্রেমিকেরা বড়ো একা,
তাদের চুম্বনেচ্ছাগুলি বেপরোয়া পড়ে থাকে ড্রেসিংটেবিলে !
রাত্তিরে সেই-সব মেখে বিবিজান ঢলে যান অবিকল প্রেমে;

দেখি আর, পারাপার থেকে চাঁদ জেগে ওঠে,
খসে পড়ে তারার ঝিলিক।
কসমিক তরঙ্গদল আছড়ে পিছড়ে পড়ে ধুধু চরাচরে

২০০৩

আনাড়ি

ভিতরে ঢুকলে বলো, "সরুন!"
বাইরে ঝুঁকলে, "আহা, পড়ে যাবেন যে!"
আমি বলি, "বেশ,
কোথায় দাঁড়াব তবে শুনি?
ভিতরে নিষেধ,
আবার বাইরে যেতেও মানা?"
তুমি খিলখিলিয়ে বলো, "আপনি মশাই বড্ড অ্যান্টিরোম্যান্টিক!"

শুনে, পায়ে পায়ে সোজা বক্সের ভিতরে ঢুকে যেই শট নিয়েছি গোলে
হুম্‌ড়ি খেয়ে দেখি— বল মাঠের বাইরে :
ফাউল! পেনাল্টি!
গ্যালারিতে ধি-ধিক্কার, ছিছি!
ততক্ষণে স্ট্রেচারে দোদুল আমি লাইনের ধারে।
তুমি কাছে এসে বললে, "আপনি না ভীষণ আনাড়ি!"

২০০৩

পয়ার

উরুতে চুমুক দিয়ে, ওমা!
বউ বলে, ছিছি ইশ্‌! ফাজিল ছেলেটি দেখো ছড়ানো পোশাক
শরীরে গলিয়ে সিটি টারা রা রা শোনাল পয়ার
মধ্যরাত পেরুলে চাঁদ পেনিনসুলার!

২০০৪

শুশ্রূষা

হঠাৎই স্তব্ধতায় ডুবে যায় মুহূর্ত বিরল।
ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রকায় ছেড়ে গেল ব্যাস, পরিমিতি
চাকা যায় সরে। চক্রাকারে স্থিতি।
রহস্য, গণিত, তলাতল

মনে মনে ভাবি
ওষুধ কি খেয়েছি রোজকার?
ট্র্যাংকুলাইজার?

বউ এসে দিয়ে গালে চুমো,
বলে ওঠে, "রাত হলো, এবারে ঘুমোও।"

২০১৩

তখন রজনীবালা

নেমে এল অন্ধকার, যেভাবে কুয়াশাঘন নদীটি স্থবির
ঝুলে থাকে : ঝুলে যেন ট্রাপিজরমণী;
ভেসে যায় নৌকোযান, মৃতশরীরের

তখন রজনীবালা, হাত ছিল স্তনের গভীরে

২০১৪

বাউলানি

ভোর-ভোর হয়েছিল দেখা।
রিক্‌শ-র বঙ্কিম সিটে স্খলিত ওড়না, আঁখি, বসন্তবউরি,
কেশরাশি আলোর পশমে;

ছিল গন্ধ, সমীরণ, শিশিরাক্ত পাখিদের ব্যস্ত চলাচল।
আমিও কি ছিলাম সখা? বাউলনগরে?

ভুল হলো; ছিল চর জাগরূক, নদীগর্ভে তরণী বিলীন

২০১৪

এপিঠ ওপিঠ

মুদ্রার এপিঠে এলিয়ে চুল
ঘুমের অছিলা নিয়ে ডেকে ওঠো তুমি—
"হে ম-ধু-সূ-দ-ন!"

ওপিঠে ভনায় মাছি
মুদ্রাদোষে মনে মনে বলি—
"হা ম-ধু-সূ-দ-ন!"

২০০৮

আহাম্মক

"আহাম্মক" বলে গাল দেবার আগে
আমাকে চুমো দিলে তুমি।

ভিজে দুই গালখানি চেপে
পড়ি-মরি সিঁধুলম আমি
ঢাউশ আয়নায়।

২০০৮

জ্বরাতুর

তুমিও রয়েছ ঘুমে, ঘুমিয়ে তো শারীরিক স্বপ্ন-সম্মোহনে
উড়ে উড়ে যায় কেশ, কেশদাম, কেশাগ্র শিথিল
দেখি চোখ, নাগরিক, অযোনীসম্ভূত
কেঁপে ওঠে, কম্প্রমান, জল বহে নদীটি স্বগত

হাত দুটি অনিকেত পড়ে থাকে অশক্ত, অচল

জ্বরাতুর

ওষ্ঠ কার ভিজে ওঠে, ভেজে দেহ দেহাতীত; মোমে :
গলে পড়ে আলো-আলো অন্ধকার তোমার চিবুক

২০১৩

অস্তিত্ব

ছোটো ছোটো ভেসে আসে কথাগুঞ্জরণ,
জুড়ে তাকে তুলবে কি বানিয়ে কোলাজ?

ছায়ামুখ

যেন-বা তা অনিশ্চয়ে হয়ে ওঠে আত্মসমাহিত
ঝুঁকে পড়ে শারীরিক, গোপন অসুখ

কৃকলাস

নেমে আসে জীবিতের ওষ্ঠঘনরাতে

২০১৩

অপেক্ষমাণ সিঁড়ি

একটা জীবন তবে এইটুকু : ঝুলে-থাকা কার্নিশের ঢঙে—
হয়তো-বা মেঘ এসে অপেক্ষমাণ সিঁড়িতে তোমার

উড়ে গেল পাখিটির গন্ধ মেখে মেখে। তুমি থাক
নিকটে তাহার। পাশে হাঁড়িকুঁড়ি, ভাঙা কুলো, গৃহস্থ সঞ্চয়,
লুপ্ত গ্রাম, নদীপথ, জীবিতের ঘুম...

তুমিও বেসেছ ভালো সন্ততিশরীর

২০১৩

দূরের সফরে

১

দূরের সফরে এসে দেখি
দূরেই গিয়েছে ছেড়ে কাছের নিবিড়

নিকটে পড়েছে ছায়া,
দূরে নীরবতা

জীবন এভাবে আছে জীবনকে জুড়ে

এভাবেই নিকটে ও দূরে
অভ্যাসের অনায়াস পরিণামে একা

২

ছেড়ে-যাওয়া মুহূর্তগুলি জেনেছে বিশ্বাস।

তুমি শুনে, বললে : প্রাণনা,
আমি : বোহেমিয়ানা

তুমি বলো : অভ্যাস,
আমি বলি : ব্যস?

৩

এ-মুহূর্ত ছেড়ে গেল সময়ের আগে,
ছেড়ে যেন উষ্ণতা, নিরাভরণ :
ফেটে গেল বাষ্প ফেটে বাতাসের ঘন,
কাঁপা কাঁপা জলে অবগাহ...

এই ছিল দেখাশোনা, কাছে-দূরে... মনে পড়ে?
মনে কি পড়ে না?

৪

স্বপ্নেরা জটিল তবু স্বপ্নের ভিতরে তুমি পড়েছ ঘুমিয়ে।
উদাস রয়েছ শুয়ে শরীরকে নিয়ে।

এ-সব ভঙ্গিমালেশ ঘুমের গভীরে
সহজে পেরিয়ে তাকে গিয়েছ তো ফিরে।

৫

দূরে কোনো শব্দ হলো। দূরের ভিতরে
ভেঙে গেল ছায়া, ভেঙে বায়ুকে নির্ভার
দেখি প'ড়ে খণ্ড খণ্ড তার
দিগ্‌ভ্রান্ত আলো-রোশনাই।
তন্দ্রানিথরে;

৬

ছায়ারা পড়েছে জলে, পড়ে আছে ভাঙা
রৌদ্রমাখা উড়ে যায় বাষ্পরেখা, ডানা

সেটুকু সম্বল করে চলে গেল কেহ
চলে গেল অমোঘ, অ-গেহ

মেদুর রয়েছে ঝুঁকে নদীটির পারে
সাঁকোটিকে ফেলে রেখে আলস্যের ভারে :

এইবারে চলো তবে গৃহস্থের ঠাঁয়।
এই তো পেতেছি হাত অমিত ভিক্ষায়।

২০০৭

বিশ্রম্ভালাপ

এবার জিরোনো যাক। জুতোজোড়া খুলে রেখে পা দু'খানি টিলার উপর :
শ্বাস নাও টেনে
যোগমুদ্রা... গলে যাও কুয়াশার নীলে
চুপ

গুনে চলো নুড়ি আর পাথরের হারানো সংখ্যার
এক, দুই, তিন, পাঁচ, সাত...

তোমার চলার ঢঙে সে-সব রাশিরা ভেসে যায়।
ভাঙে স্রোত নদীর শরীরে,
ভাঙাচোরা রঙের গড়ন।

এসো নামি, দুইজনে আবছায়াজলে

২০১৩

পক্ষান্তর

এক-একটা সময়কে আমি আমার মতো ভেঙে নিই, ভাঙতে ভাঙতে শেষে
ক্ষুদ্রাকারে জুড়ে যায় অভিন্ন যে-মুহূর্ত, সে আদ্যন্ত ছায়ার গোলক;
তুমি তার আভাসটুকুর ভেতর ধীর সন্তরণে উঠে এলে আর
তোমার চিবুকে বিচিত্র সব আঁকিবুকি, রেখার বিভব
আশ্চর্য ! সময় কি এতই সূক্ষ্ম যে তার সমস্ত আলিঙ্গন তুমি
মুছে নিলে শরীরের কৌমার্যে, আকণ্ঠ বিষপানে ?

দিনলিপির এই ভাগে খবর এল তাহারা পক্ষবদলকরত মেতেছে তরজায়।
তুমি ধীর পায়ে উঠে দাঁড়ালে হেঁটমুণ্ড নগ্ন পরিখায়,
ভেসে গেল বীজ জলে, যেভাবে ভাসায়...

২০১৩

সেতুর ওপারে

আজ এই পথের উপর ভাঙা বাঁধ
ঋতুর জড়তা
তোমার শরীর থেকে খসে গেল; খসে
পাথরের দিক থেকে চেয়ে ফাটলের।

ক্ষুধা, বিবমিষা।
একদা সহজ ছিল নাকি
জোছনার চাঁদ !
হাঃ !

সেতুর ওপারে গোটা ভূখণ্ড আজ ঋতুমতী জ্বরে।

২০১৫

উপমা

নীরবতার জন্ম নেই, মৃত্যুও না,
থেকে যায় নীরবে কল্পনা

আমি ছুঁতে যাই তাকে। দেখি সে দিঘল ছায়া; গামী—
ভাবি, কার মতো তুমি ? কী আছে উপমা লিখি আমি ?

রৌদ্রঘাসে লেগেছে বিষম।
লেগে গন্ধ শরীরে অপার
অবিশ্বাস হয়েছে আভারী,

নতজানু ভনিতা তোমার

২০১৪

মন্তাজ

আজ বাদলার রকমেসকমে রোদ্দুর নেই তিলটুকু
যদি-বা তুমি একলা দাঁড়ানো খোলা জানলার ম্যুরালে

তোমাকে দেখব, দেখব তোমাকেই, ভেঙে পড়ে ভেঙে শার্সি
ডানা উড়ে চলে ডানার শরীরে, শরীরের ছায়াসংকেত

দাঁড়িয়ে বিরল, দাঁড়িয়ে মেঘলা সারাটি দুপুর উচ্ছলোছল
আলোর টুকরো ঝাঁঝরি-আলোয় বাঁকাচোরা ভাঙা রেলিঙে

হঠাৎ শূন্যের ঝাঁপ দেয় ছবি উড়ে উড়ে পাখা, পল্লব
নেই তুমি আর, নেই স্বপ্নেরা, ঘাটে পড়ে ছুটি, শৈশব

১৯৮৭

ট্রাপিজ

তখন উড়িতেছিল কেশ। কেশরাশি।

অতঃপর হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে নামিয়া আসিল
ট্রাপিজ রমণী এক। তন্বী, সচপল।

তাহার জমাট পোশাক হইতে বাহিরিয়া পড়িল বিড়াল।
থুরি, বিড়াল-সদৃশ দুইখানি সুদৃশ্য বেলুন।

তাহারা ভাসিয়া ভাসিয়া অগত্যা যাইবে কোথায় ?

তবে কি অনন্ত আকাশের গাত্রে লেপটিয়া রহিবে নিরবধি ?
নাকি কেশ ও বেলুন পরস্পর জড়িয়েমড়িয়ে
জড়ামড়ি জড়ামড়ি একম্ কেবল !

ভাবি, মাদকতা কাকে বলে ?

২০১২

পুং.

সংলাপ শেষ করে তিনি
উঠে যান খাবার টেবিলে।
সেখানে সাজানো খানা, ছড়ানো ব্যঞ্জন;
সেইখানে মেয়েলি আলাপ
আর, ফেরোমন

২০১২

স্ত্রী.

টেবিলকে ঘিরে যত জন
চেয়ারকে মনে হলো কম
চেয়ারে বসিয়াছে যত
টেবিলকে মনে হলো ছোটো,
চায়ের ধোঁয়ার মতো উড়ে
ওড়নারা ভেসে গেল দূরে
টেবিলে চেয়ারে কানাঘুসো
মাদমোয়াজেল, মাদাম, মেরি, তুসো

২০১২

বয়ঃসন্ধি

অতর্কিত আড়াল কর মুখের
ভাসন্ত এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী
তফাত তোলে দু'জন অনালাপীর
একক হলো তৎক্ষণে দুইজনে

দু'জন কিংবা একাও হতে পারে
যা ছিল তা ভ্রান্ত, অপহ্নব
শরীর এবং শরীরের উৎসারে
বয়স তোমার বয়ঃসন্ধি তখন

বয়ঃসন্ধি আবালবনিতা
বেপরোয়া ভুলের থাকে ঝোঁক
ভ্রম চেনা দায় অর্থ-অনর্থমে
বয়ঃসন্ধি ছিঁড়েছে নির্মোক

১৯৮৭

হাসপাতাল

হাসপাতালের করিডোরে দাঁড়িয়েছিলে একা
আলো-আঁধার সিঁড়ির বাঁকে হঠাৎ হলো দেখা।

একটা জীবন নুয়ে পড়ে এক আকাশের নীচে
ছায়ার মতো জলের রেখা জড়িয়ে রক্তবীজে।

পেরিয়ে এলাম তোমায় আমি, পেরিয়ে নগর মিনার
যেমন করে পার হলো পথ, সাঁকোর ভাঙা কিনার;

তোমায় আমি দেখেছিলাম এক পলকের দেখা
বিকেলবেলার আলো ওড়ে, আগুন তুমি, শিখা।

সব ভেঙে যায়, ভাঙতে থাকে, ভাঙতে ভাঙতে সীমা
শরীর ঝুঁকে জলের উপর, জীবন্ত প্রতিমা—

হাসপাতালের করিডোরে মুখ দেখেছি তোমার
হাসপাতালে তাকে কি তুমি দেখেছ ডাক্তার?

২০০২

টুকরো

তুমি কেবলই ভাঙবে আর,
টুকরো কি নিতে হবে তার ?

এভাবে নিলে অসম্পূর্ণত
দিক্‌দিগন্ত দস্তুরমতো

বেহিসেবি দামাল হয়ে ওঠে;
অবশ্য তোমাকে মোটে

সেভাবে খুঁজি না আমি,
ক্রমশই নেমে যাই নীচে। নামি।

ভেসে উঠি শূন্য অপচয়ে।
তক্ষুনি ক্ষইতে ক্ষ'য়ে ক্ষয়ে

আমাকেও টুকরো হতে হয়।
টুকরো টুকরো আমাকে,
আমাকেই টুকরো হতে হয়।

১৯৮৮

চন্দ্রভুবনের দিকে

শব্দ লেখ; লিখেছ কি শব্দ শারীরিক?
তুমি বলো, এই নাও বীজশস্য, করিয়া রোপন
লেখো গাথা, লেখো কথা, অথবা রৈখিক
লিখে রাখো ইহ ধান্য, ধনধান্য, সুধন্য ব্যঞ্জন
লেখো ছায়া কল্পলেখ, যাপন অলীক

আমি ভাবি, হায় বিষ, হলাহল, আমিই সাগ্নিক

কর্পোরেট

১

প্রতিদিন জেগে ওঠো তুমি
জেগে যেন ঘুমের গভীরে
এক দুই তিন চার সংখ্যার জ্ঞানে
টার্গেট দ্রাঘিমা সীমা পেরিয়ে অচিরে

২

এভাবে হয়েছে কেনা হাজার স্কোয়্যার,
তার নীচে গ্যারাজের এতটুকু সীমা,
ভেসে যায় নৌকোযান, ডাউনপেমেন্ট—
ওড়ে কিস্তি এক দুই, সংখ্যাগরিমা

৩

লিখেছ তো রেখে তুমি পাসওয়ার্ড ভালো
লিখে আরো সংখ্যাকে অ্যাকাউন্টে ভরে;
চাহিদা-যোগান মিলে, মিশে গিয়ে ঝুলবারান্দার
কোণে খায় গড়াগড়ি, কোণে দশ পারসেন্ট ওড়ে!

৪

কারা যেন এসেছিল কাল রাতে, ঘুমের বিবশ ভেঙেচুরে
কারা যেন এসেছিল, তারা

কিম্ভুত চেহারা নিয়ে মশারির দড়িদড়া টেনে
জানালার শিক গলে ছুটে গেল এপাড়া ওপাড়া

কারা যেন প্রতিরাতে এভাবেই জমিয়ে আসর
ফুটপাথে বসে বসে পৌরাণিক রসে মশগুল

শোনাল তোমাকে এসে কে ক'টা বাচ্চা বিয়োলো আর
কোন্ শালা খালাসি-পো দিয়েছে পগার বিলকুল

২০০৯

ফুসমন্তর

আমি যা লিখি তা 'আমি'। আমি?
আমি যাহা বলি সে-ও আমি। 'আমি'-ই তো?

আসলে এ এক কাটাকুটি খেলা, সাপলুডো;
মোহজাল! ম্যাজিক ম্যাজিক!!

ক্ষমতার কাছাকাছি ক্ষমতার বলে হয়ে বুঁদ
অতিক্রম করে যেতে চাই নিজে, আমাকে আমিই

হায় আমি, আহা আমি, নেই আমি, ফুস

২০১৩

বাজার প্রসঙ্গে এক দুই

১. ক্রেতারাই নেই

বাজারে গিয়েছি, দেখি, ক্রেতারাই নেই;
পড়ে আছে আনাজ-সবজি আরো খুচরোখাচরা
টাকা-আনা-পাই-টাকা — পড়ে ভাঙা ডালা,
সাজানো-গুছানো যত নিত্য প্রয়োজন।
দোকানিও আছে বসে, দু-চোখে পিচুটি;
দুই হস্ত, মশামাছি সমভিব্যাহারে
আঁশবটি, দাঁড়িপাল্লা, কফ-থুতু-পিক—
আনুনো শরীরে লেগে মাছেদের ঘ্রাণ।

লেগে আরো রক্ত-কষ— আনুষঙ্গিকে
লেগেছে ধাঁধার মতো আলো-ছায়া-আলো;
বাজারে গিয়েছি, শুনি বিবিধ প্রসঙ্গ—
ক্রেতারাই নেই শুধু, আছে জমকালো।

২. চন্দ্রভুবনের দিকে

দরোজায় টোকা মেরে দেখি— হাট খোলা।
এ-বাড়িতে কেউ তবে থাকে না আজকাল?

অতঃপর অর্থনীতি শোনালেন বাজারের রীতি...

ওদিকে অচিরে দেখি, বাজারের তোয়াক্কা না করে
ঘুলঘুলি থেকে নেমে এল চাঁদ। বেঁকে ভেঙেচুরে।

পেঁচারা ক্রমশ ধীরে তমসার থেকে ফিরে হয়ে নির্গত
উড়ে গেল চন্দ্রভুবনের দিকে, উড়ে অবিরত।

২০০৫

সহনাগরিক

জনৈকের লাশ পড়ে জলে।
শুনশান ভেসে আসে বাতাসের ঘ্রাণ,

ওড়ে গুঁড়ো আলো,
শীতের কুয়াশাভেজা ওড়ে
                    শহরের ভোরে।

ঠিক তখন তখনই রাস্তাকে পেরিয়ে নীল-সাদা
ঢুকে পড়ে গাড়িটি একা গলিগহ্বরে—
মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে করে প্রস্থান।
কারা যেন ফিসফিস কথা বলে কানে
আলো কাঁপে নিয়নের দেয়াললিখনে,
কেঁপে ওঠে জেগে-ওঠা ঘুম,
                    দেয়ালে দেয়ালে লেখা সহনাগরিক

গান বাজে রেডিও-য় তরঙ্গইথারে...

২০১৩

লাশ

উবু হয়ে নেমে গেছে; চটিজোড়া মায়াবী স্খলন
শ্বাসে লেগে থাকে শ্বাস, যাপিত প্রহর
ভয় যেন ভীত চোখ, আঁখির বিস্ফার
লাশ হয়ে পড়ে আছে, লাশ তুমি কার

জন্ম নেই, প্রাণশূন্য, চারিদিকে মৃত্যুপ্রহসন
এ আমার এ তোমার বেঁচে-থাকা বিষাদ শহর।

২০১৩

সশরীরী

এখানেই শেষ নয় অতএব যেভাবে তাকে পিছমোড়া বেঁধে রেখে পোড়ো বাড়িটির
এখানেই শেষ নয় বালিকা যেভাবে তার যোনিচ্ছদে তপ্ত শলাকার
এখানেই শেষ নয় ট্রিগার যেভাবে ত্রাস ঘোড়ামুখে খবরের লাশ
এখানেই নয় তো শেষ যেভাবে ব্যাপার খুবই যেভাবে বিকিনি ওই খোলা বাজারের

আর, এইভাবে নাভিশ্বাস
দগ্ধপোড়া ঘ্রাণ ওড়ে সশরীরী গন্ধভুক হাড়হিম প্রাতে।

২০১৫

২

প্রতিটি হত্যার শেষে

যদি এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর থেকে, এই দৃশ্যমান আলোকের থেকে, জলের স্তব্ধতা থেকে
খসিয়ে তোমাকে
যদি আড়াআড়ি কোনো ধুলোতে বিলীন বাঁকে ঝুঁকে পড়ে রেখা, ছোটো ছোটো
জলাভূমি
যদি প্রতিটি হত্যাকে গাছেদের কাছে ছুঁয়ে যায় সমীরণ
যদি ক্ষত ও বিক্ষত মুদ্রাদোষে একা নিজেকেই তুমি লিখে চলো লিখে চলো
যদি কুয়াশার মতো বাড়িগুলি ফিকে ভেসে ওঠে জানালায়
যদি মৃতপুরুষের ঘ্রাণ উড়ে চলে নীল-কালো জোছনায়

নিজেকেই নিজে ক্ষয়ে যাই আমি ভণিতা আমাকে পেতে চায় পেতে চায়

২০১৪

সরীসৃপ

কখনো কখনো মাথার ভিতরে পাক দিয়ে ওঠে হা-ঘরে সরীসৃপ :
ঠিক সর্প নয়, এমনকি নয় গিরগিটি, টিকটিকি, অথবা কুণ্ডিলক

তবুও সরীসৃপ : এবং মেরুদণ্ডহীন। সত্ত্বেও কেন্নো নয় জেনেছি নিশ্চিত
অসংখ্য শুঁড়, নি-মুণ্ড: কখনো-বা হাঁটে পাশে ছায়ার বিবরে
আপিসে চেয়ারে বসে ঝিমোয় বেচারি

তারিখ বিবর্ণ হয়। সাদারা ধূসর।
দেয়ালে দেয়ালে মৃত বর্ণ পরিচয়

২০১৫

বিনির্মাণ

একটি বাক্যকে নিশ্চয় লিখবে বলে
বিস্মিত করে সে তোলে ধুলা-অবলীন,
সে-ধুলায় জেগে ওঠে ঘুম
চোখের উপরে তার নেমে আসে লাশ, ছিন্নভিন্ন শিশুদের—
উড়ে যায় ডানা সকরুণ।
একটিও শব্দ আর থাকে না শব্দের মতো
এমনকি নিষিদ্ধ হয় আর্ত আর্তনাদ :
স্মৃতিরা কম্পিত ঘুমে, ঘেমে ওঠে মৃতের শরীর
ক্ষতরা লাগিয়া বুকে, ক্ষতে লাগে ধুলোর অগাধ;
সে শুধু অলিন্দ জুড়ে দেখে চলে জনতার অরব মিছিল
অভিব্যক্তিহীন

একটি বাক্যকে তার নিশ্চয় হলো না লেখা বাক্যের অধীন

২০১৫

মায়াবন্দর

নীলের প্রচ্ছন্ন ছিঁড়ে উড়ে গেল সংকেত, লিপি।
ভাঙাচোরা জাহাজমাস্তুল।
আবছায়া তরঙ্গের জলসম্মোহন।
জেগে ওঠে মধ্যরাত, নাবিকের গণিকাসফর,
মৃত্যু : স্বপ্নঘুম
লিখে চলে যাপনকড়চা।
অভিযানগাথা।
২০১৩

শুশ্রূষা

১

চোখের উপর থেকে মোলায়েম সরে যায়;
ক্ষুধা জ্বলে ওঠে, শ্লেষ্মা ও শ্বাস
মাথার উপরে রাখো হাত

কেননা, কামড় বসাবার মতো কিছু একটা চাই

২

জল ফুটতে থাকে। আগুনের চারপাশ থেকে
পোকারা বিদেয় হয়েছে বহুক্ষণ
মাঝে-মধ্যে ভেসে আসে শিসের শব্দ

মাথার ভিতরে রক্ত স্রোত হয়ে উঠছে। তুমি হাত রাখলে;
তোমার নরম হাত

রক্ত গড়িয়ে চলে শিরা বরাবর

১৯৯২

চুপ

নির্জন সমীপে ঠায় বসে তিনি কবি ও পাঠক
ঈশ্বর একাকী ভালো, ভালো এই ঘরের প্রকট

শূন্যতা ছবিতে ঢেকে ভেসে গেল ধুলোখেলা, ঝড়
এসময় অবিবেকী অসহায় নিঃস্ব মনে হয়

রাত্রি নামে, নেমে আসে ঘুম যেন আঁধারপ্রহর
বুকের উপরে বুকে লেফট রাইট লেফট রাইট লেফট

কবির বিবশ হাত নিথর গড়িয়ে যথা গলিত অসাড়
সময় চলেছে স্তব্ধ, মোচ্ছবে মেতেছে রাজপাট

২০১৫

পথের উপরে গ্রামখানি

এইবারে নেমে পড়ো
দাঁড়ানোর মতো করে সহজ পাদানি।
হাত ধরো মেয়েটির, ভালোবেসে সাবলীল ঢঙে,
জ্যোৎস্না লেগেছে চুলে, ওষ্ঠে লেগে ছায়া পরিণত :
কিছু কি বলার ছিল? ভেবো না সে-সব তুমি কল্পনাব্যাখ্যান,
সে থাকে পাশের বাড়ি, অদূরেই আমের বাগান—

ঝরে পাতা। ঝ'রে পড়ে শ্বাস
এই বারে নেমে এসো। নামো

পথের উপরে গ্রামখানি

২০১৪

বাস্তু

মাঝে মাঝে ভেসে আসে রাত—
নৌকোপারাপারে,
নিকষ পেরিয়ে জল— কলকোলাহল

ভেসে যায় কাঠকুটো, ভেসে পুষ্প, চিতাভস্ম, হাঁড়ি
প্রহরকে পেরিয়ে সম্বল

আর তুমি— পার হয়ে কাঁটাতার, খাঁড়ি
খুঁজে ফেরো ভিটেমাটি, খোঁজো পরিচয়

কত কাল হয়ে গেছে তারপর? কত কাল পরে
নৌকো ফের ভিড়বে এসে প্রণীত সময়?

২০১৩

হেমন্তের রোদে

বসে বসে দাগ কাটি। পাতা ওড়ে হেমন্তের ভারে।
স্নেহময় শেষ চিঠি তোরঙ্গ তিমিরে;

সোনালি পোকারা মাঠে পান করে রোদ,
জাগে পারাবত।
দূরে নৌকো জলের গম্বুজে;

আততায়ী ঢেকে মুখ বর্মের আড়ালে
ক্ষত নেয় মুছে

২০১৫

ছোট্ট ছেলেটি

ছোট্ট ছেলেটি
নৌকো বানাল।
নদীতে দেখল
ভাঙা মুখ:

জীবন
তার গবাক্ষে
সূর্য আঁকছে, চাঁদ,
পক্ষীরাজ।

ছোট্ট সে-ছেলে
(সকলেই বলে)
রাজা জানে না,
রাজত্বি কোন্ ছাড়!

শুধু জানে, মা তার
ঘুম: স্পর্শ
ঘুম: স্বপ্ন
ঘুম: অন্ন

১৯৯৯

গোলবৈঠক

শব্দের গভীর থেকে পাতারা ঝরিয়া পড়ে, আর
শীতের কুসুমখানি লেগে থাকে ঘ্রাণে।
হিমঘরে জমা হয় নীল সাদা হরিৎ লাল কমলা কার্তুজ,
এফোঁড় ওফোঁড় করে ঘিলু মানে-মানে।

তবুও শান্তিবিধান; তবু
গোল হয়ে বসে ঘাস খাই মোরা ! ঘাস !

১৯৯২

বাদুড়ের দল

যদি নিম্নবর্গ মানুষের কথা বলো
পরিহাস-জ্ঞানে আমি শ্রমশক্তির কথা বলি না কক্ষনো
অথচ স্বাভাবিক এই :
ঢাউশ পোশাকে ঠিক ঢুকে পড়ে মূল্যসূচক, বাদুড়ের দল

১৯৯২

ক্ষমতা

বাড়িগুলি বদলে যায়, ঢুকে পড়ে কৌমার্যহীন বহুতল,
ক্ষমতার এক-একটি অলিন্দ।

সুবিশাল হলঘর আর তার বাইরে অন্ধকারের আয়তন :
বিধ্বস্ত মানুষের ফ্রেম

তবুও বদল : খবরের কাগজ থেকে পোস্টার-হোর্ডিং
ভাগাভাগি করে নেয় দখলদারি, আততায়ীদের,

পুরোনো কিংবা নতুন— সমস্ত গল্পকে আমি ভাষা দিয়ে পড়ি;
ভাষা, যা পড়ে চলে জন্ম-মৃত্যুর শূন্যতা

২০১৫

ডাইনে ও বামে

ডাইনে ও বামে
সেয়ানে সেয়ানে
দেখা হলে ভাবি
কী কথা কী মানে।

মানে-মানে ফাঁকি
ট্রাফিক সিগনাল
লালে হোমাপাখি
সবুজ কার্নিভাল,

দিকে দিকে দিক
স্লোগান শীৎকার
কেউ দেয় 'ধিক্'
কেউ-বা 'ছিক্কার'!

তবু আমি সাদা-
মাটা লোক কাদা
ঘেঁটেঘুঁটে ঘেঁটে
জল খাই চেটে,

খেয়ে চলি আদা-
নুন-জল, রুজি-
রুটি দুই বেলা
ঘাড়ে মাথা গুঁজি!

ডাইনে ও বামে
সেয়ানে সেয়ানে
চোখে চোখ মানে
শরীর মধ্যযামে।

২০০৮

বর্ণমালা

বর্ণমালা

সাদা পাতা হারিয়ে পেলাম
একটি-দুটি হরফচিত্র, বর্ণমালা

আর কিছু নয়, ওলটপালট
শব্দছিরি, হাতের ছোঁয়ায়

মেলছে যেন অক্ষিপলক
ঘুমের ঘোরে মেলছে যেন

একটি-দুটি ধ্বনির জ্ঞাপক
অবজ্ঞাত হাওয়াবদল

আর কিছু নয় উড়াল দিল
প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তরে

সাদা পাতার বক্ষ জুড়ে
বর্ণমালা শব্দ করে

ছড়িয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে
আদ্যোপান্ত নিরর্থকই

প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তরে
অ আ ক খ বর্ণমালা

১৯৯০

লিপিরেখা নিরবধি পড়ে আছে জলে
শূন্যতা ছুঁয়েছে পল, রৌদ্রনভস্তলে

পরি

জল তার ছায়া হয়ে শরীরে অপার
বিছিয়ে দিয়েছে শষ্প, পাতার মেদুর,
নীল নীল কুয়াশার ধূসরতাটুকু।

যেন শুষে নিয়ে অন্ধকার
গ্রহ তারা নেমে এল নগরের ভিড়ে,

ঘুম-ঘুম নেমে এল পরি বেয়াকুব।

২০০৮

একবার

একবার বেড়াতে গেলাম আমি নদীটিতে ভালো
একবার গিয়েছি তো চলে আরো নদীর ওপার
দেখি সব রয়েছে ঠিক, সবকিছু ঠিকঠাক তবে
নিকটের থেকে দূর বেঁকে আছে আলো;

বেঁকে যে রয়েছে আর বেঁক্চুরে গেছে চলাচল,
বেঁকে গিয়ে সফরের নিবিড় মুহূর্তে
ছেড়ে গেছে গতি, স্থির— ছেড়ে যতি দেহের সমুখ
নৈরাকার ফেলে রেখে ছায়াকে বিরল।

২০০৭

আমার এখন কাজ এই

আমার এখন কাজ এই
লাগি না যে কোনো কাজেই
হাতে ধরি নত মস্তক
দু-পা টলোটলটলো ত্রস্ত
আছি দিব্যি বেঁচেবর্তে
নিয়ে ফরমান নয়া শর্তের
হাঁটি হাঁটছি হাঁটে কাঁকলাস
ধূলি কর্দম ধুলো হাড়মাস
ফাটা প্লাস্টার ছেঁড়া পোস্টার
চালু খিস্তি চালু সস্তার
তবু হাঃ হাঃ তবু জ্যান্ত
নিধি সাব্বাশ রতিকান্ত!

আমার এখন কাজ নেই   কোনো কাজ নেই   কোনো কাজ নেই
                                                    নেই কাজ নেই
যায় যায় দিন   যায় যাক দিন   ঘড়ি টিকটিক
                                                    ঘড়ি বাজছেই

২০১৪

এনেছি সবজি কিনে

এ-পথে হেঁটেছি আমি কুয়াশার ঢঙে
এই পথে হেঁটে যাবে বহুদিন কেউ

গিয়েছে তো গুটিসুটি পোকাদের দল
একটি স্ত্রীলোক একা প্রিয় আভরণে।

এ-সব বলেছি কানে মেয়েটিকে তবে
এত কথা শুনিয়েছি ছেলেটিকে কবে।

তারপর লিখে দিয়ে পথের ঠিকানা
পোস্ট করে দিয়েছি তো পোস্ট করে আর

রোজকার হেঁটে গেছি বাজারের দিকে
এনেছি সব্‌জি কিনে, মাছ দরকার।

২০০৭

চিহ্ন

পাঠশেষে বইটির বসেছি নিশ্চল;
দেখি নাম— জলে-ভেজা অক্ষর সম্বল—
ভেসে-ভেসে, ভেসে গেল দূরে—
বুদবুদে ভরে নিয়ে নৈরাকার, জনিতৃ-আতুরে

২০১২

কখনো সময়

একটা নদীর বাঁকে এসে বদলে যায় শহর—
মনে হয়, হয়তো এখানে একদিন দু-একটি নৌকো এসে ভিড়েছিল;
হই হই করে মাল্লাদল নেমে পড়েছিল মদ আর মেয়েমানুষের খোঁজে,
হাঁসের মাংস খাবে বলে।

তারপর কী-যে ঘটেছিল, সেই ইতিহাস পায়ে পায়ে নদীবাঁকে একা একা ঘুরে
হয়তো হারিয়ে ফেলেছিল দিগন্তের শেষ রেখাটুকু—
হয়তো-বা কথা বলবার মতো কিংবা কথা বানাবার কোনো বেখেয়াল
জেগে উঠে অচিরেই মরে গিয়েছিল,

এখনও সে-সব থেকে গেছে নিরুচ্চারে, স্তব্ধতায়—
কেননা, এখনও শ্বাসরোধ-করা সেসময় তোমাকে বলে নি অস্তিত্বের কথা কোনো,
বলে নি কোথায় জল ঝিরঝির তিরতির করে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল...

নদীটির বাঁকে বসে শোনা হলো কুয়াশার পাখিদের কিচমিচ কিচকিচ চিকিরমিকির

২০১৩

অবিরত

নতুন কিছু বলার আগে আমি পুরোনো কথাগুলোকেই ঝালিয়ে নেই একবার।
ভাবি, রহস্য রয়েছে সেখানেই।
যেমন ধরো— 'পাতকুয়ো থেকে বিষণ্ণ রোদ উঠে এল', বা
'পাতার ভিতর থেকে বিন্দু বিন্দু জল কুয়াশার নীলে উড়ে গেল'।
হয়তো এমনই আরো কত শব্দেরা বিবিক্ত হতে হতে তোমাকে মনে করিয়ে দিল
হেমন্তের শেষবেলা,
তোমার শৈশব থেকে ফুরিয়ে-যাওয়া কথা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অকরুণ হয়ে
উঠতে চাইছিল...

২০১৩

ঘুমিয়ে পড়েছি ফের

একবার ঘুমিয়ে ছিলাম আমি, ঘুমে অনিবার
একবার ঘুমের গভীরে জেগে ঘুমিয়ে তো পড়েছি নিঃসাড়।
তারপর জেগে যে উঠেছি তার কোনোই আভাস
মনেও পড়ে না, তবু, জেগে উঠে দেখি বিহ্বল
ছায়ারা হয়েছে ছোটো; ছোটো হতে হতে
বিন্দু প্রায় ঝুলে যেন আছে অবিরল!

এই-সব দেখে শুনে জলের গভীরে শূন্য ভার
ঘুমিয়ে পড়েছি ফের ঘুমিয়ে তো আমি বার বার।

২০০৭

অশরীরী

যেভাবে রয়েছে পড়ে স্তূপাকার বালিয়াড়িসীমা
সেইখানে খুঁজি আমি চিহ্নগুলি, খুঁজে ফিরি তাকে;

সে আমার স্বপ্ন নাকি ঘুম হয়ে-ওঠা কোনো দুপুরের বেলা
সে আমার স্পর্শ নাকি ছায়া হয়ে-ওঠা কোনো সফরের দিকে
চলাচল নিয়ে হেঁটে, হেঁটে গেছে চলে
ফড়িংয়ের ডানা হয়ে, ফড়িংয়ের মতো ঘুরে ঘুরে

ঘাসের উপর

আমি তবু, কেন আমি, পাই না কিছুতে খুঁজে নিহিত শিকড়?
আবছায়া ভাঙা দেখি পড়ে আছে জলের সরণে;

সে আমার স্মৃতি নাকি পানসুখ হয়ে ওঠে বিবর্ণ পিরিচে
সে আমার হত্যা নাকি ছুরি হয়ে-ওঠা কোনো প্রেতিনীর হাত
যূথবদ্ধ নেমে আসে, নেমে আরো বুকের গভীরে
শলাকার তীক্ষ্ণ হয়ে, শলাকার মতো টানটান

শরীরে নিথর

২০০৭

আবারও রাত্রি এল

আবারও রাত্রি এল; রাত্রি নেমে বিছানার নীলে
আবারও অন্ধকার জোনাকির নরম আদরে।
আসবে কি আবারও কোনো ছায়াপথ নিবিড় ইশারা
চোখের উপরে নেমে শরীরের জ্বরে?

তোমার নিকটে আজ এই-সব বলেছি তো আমি।
তখন বৃষ্টির জলে— বৃষ্টিরা জলের শব্দ— সমূহ শুনেছি
তখন শব্দের ছবি মাটির শরীরে অরিগ্যামি
তোমার পলকস্পর্শে জেনে গেছি আমি;

জেনেছি সংখ্যারূপ, আরো আমি জেনেছি তো ঘুমের প্রসার—
ঘুমের গভীরে রাত, দেহ ছেড়ে গেছে দেহভার

২০০৭

ফাঁদ

একটু একটু করে
জালের মধ্যে ধরে
ফাঁদ পেতেছি ঘরে!

এ-ঘর যেমন তেমন নয়
আসে যায় সকল সময়
বেবাক তিনজনায়:

এক যে জলের পোকা
আলোর সঙ্গে দোকা
চলে ফেরে গন্ধ শুঁকে শুঁকে;

আর-এক ফিতের প্রমাণ
বুকে ভর হাঁটে আনচান
এ-ঘর ও-ঘর কয়খান;

তৃতীয়-সে পাখ্‌নার ভারে
বসে বসে আরাম চেয়ারে
ঢুলুঢুল ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে!

২০১৩

সীমান্ত

অভ্যাসের মতোই আমি খুঁজে চলি কোনো সমতলভূমি, দিকের বিস্তার—
একদিন হয়তো আমার প্রপ্রপিতামহ কোনো বীজতলার পাশে ঘুমিয়ে ছিলেন
—এই ভেবে।

খুঁজে ফিরি আলো থেকে উদ্‌গত সীমা, নির্নিমেষ
কোথায় কয়েক শত বৎসর মাস ও দিন পেরিয়ে পেরিয়ে
ছড়িয়ে গিয়েছে জনপদে, পরম্পরায়—
আমি স্পর্শ করি জল, বৃক্ষ ও মাটির উৎসার,
আমার শরীরে কুয়াশাভেজা রোদ্দুর এসে পড়ে...

নৌকোখানি দেখি— ফেলে রেখে সব— আমাকেও— ভেসে যায় দূরে।

২০১৩

দর্শন

জলের নিকটে যাবে বলে জল হয়ে থাকে নত

পাতার শরীরে

কেঁপে ওঠে ধুধু, কাঁপে বহুতল, খাদের বিলীন
তুমি তার আবহমানের দূর একাকী নিয়েছ অবগাহ

ফলত গভীরে

ওড়ে বায়ু, শীতলতা, ওড়ে অগ্নি, ভস্ম-অবশেষ
ওড়ে নাভি, কেশরাশি, দুই চোখে নিবিড় শূন্যতা

২০১৩

নিবিড় ধরণ

কারা সব গল্প করে নিভে গেলে আলো; অন্ধকার
নেমে এলে স্বপ্নের ঘোরে। মুখেরা অচেনা লাগে, নড়াচড়াগুলি
থেমে থেমে বিবর্ণ পাতার মতো লেগে থাকে ডালে, কী-বা প্রয়োজন

মনে হয়

আয়োজন হয়েছে অনেক। জাঁক।
এখন নিজেকে নিয়ে চলো বসি গোলের ভিতরে

বিনিময়

নিজেদের ঘিরে; রাখি সিঁড়িটিকে পাশে,
উঠে যাই বেয়ে। একে একে সকলেই।
নিভে আসে আলো
পড়ে-থাকা কাচের ধূসরে। পড়ে থাকে জলে ঝির ঝির ঝির কোনো নিবিড় ধরণ

২০১৩

দেয়াললিখন

ঠিক তখনই ঘটেছিল তাহা। জানালার পরিসর থেকে
ক্রমে রাত্রি নেমে এসেছিল।

যেন আকাশও ছিল কম্প্রমান জ্বরে,
ছিল অন্ধকারে ডুবে। এমনই ভেবেছি আমি, আর

তুমিও দাঁড়ালে চুপ সময়কে নিয়ে
কথারা ছিল না মুখে। ছিল না স্মরণ

মনে হয়েছিল রঙের সোপান। ঢেউ।
ঢেউ ? নাকি মৃত্যু ?

দেয়ালের লেখাগুলি ঝাপ্‌সা শূন্যতায়
ভেসে ছিল জলে

২০১৪

হিরামন : ভেসে বহু স্বর

ফিরে ফিরে যেতে হয়। ফিরে
ভিক্ষা অভিমানে,
ফিরে চলা নদীটির সফরের মতো;
নিষ্ফল ভেবেছ যাকে তারও কাছে সময়ের স্মৃতি রয়ে গেছে :
দু-দণ্ড বিশ্রাম

নগর-উপান্ত জুড়ে বাড়িগুলি ঝুঁকে
গিলে নেয় আলোর বিষণ্ণ রেখাদের :
কাতর অলিন্দ ধরে ছোটো-বড়ো লাল-কালো পিঁপড়ের দল
আর,
কোনো কোনো দিনের ভিতরে গলে অস্তগামী সূর্যের অলয়

ফিরে তবু যেতে হয় নদীটির কাছে
অনেক কথার মতো কথারা রয়েছে ভেসে। হিরামন : ভেসে বহু স্বর

২০১৪

অযান্ত্রিক

কোথায় চলেছ তুমি ? জুতোজোড়া বেচাল বেঢপ,
ভাঙা লাঠি, চলেছ সচিহ্ন ধীর
সহজ গম্ভীর !
চ'লে প্রান্ত, ক্রমশই ভেসে চলমান

রয়েছে শূন্যেরা নীচে। শূন্য প'ড়ে আজানুলম্বিত
যেন ওড়ে পাখি, ওড়ে
বাতাসের অলস দুপুরে। অবগাহ
স্রোত কাঁপে মৃতশরীরের,
কেঁপে ওঠে গান

ওইখানে আবছায়া, রয়েছে অনচ্ছ মৃত উষ্ণ প্রস্রবণ
ন যযৌ ন তস্থৌ

২০১৩

সময়-অসময়ের কবিতা

একটি বৃক্ষের নিকটে পৌঁছে
ফিরে আসি আমি :

আলো আর অন্ধকারের জটিলতা;

জিজ্ঞাসাগুলি পেরিয়ে সময়।

গর্বের আহ্লাদে ফিরে,
ফিরে আসি আমি :
বাসাংসি জীর্ণানি...

১৯৯২

বোধ-বিষয়ক কিংবা উদ্‌ধৃতি-বিষয়ে

হয়তো-বা জটিল মুদ্রায় তুমি দাঁড়াও সম্মোহনে
নয় নতজানু
চেয়ে আছ অপার বিস্ময়, অকৃপণে।

যেন
বলিবার নাহি কিছু আর
নাহি শব্দ অবিমৃশ্যকার

চুম্বন লেগেছে ঠোঁটে, ওষ্ঠজ্বর, নাভিকুণ্ডে তাপ।
তাপিত প্রহরে ক্ষত খুলে নেয় গুণ্ঠনস্বভাব

চিন্তারা ক্রমশ স্থানু, অক্ষরে জটিল
তুমি বলো, "আলো-অন্ধকারে যাই চলো"।

জীবনানন্দীয়?

তুমি বলে ওঠো, "কী-যে বলো ইশ্! উনিশশো চুয়ান্নকে পার করে দু-হাজার চোদ্দো...
এখনও বিপন্ন ভ্রম ? প্রণত এখনও কি-না অক্ষরাভিমান ?"

চুপ হয়ে নেমে পড়ি জলে— শান্ত—স্বগত নীরবে
চিন্তারা সচল ক্রমে, অক্ষর উধাও

২০১৪

মাটি ছেড়ে যায়

[সতীন্দ্র ভৌমিক-কে মনে রেখে]

মাটি ছেড়ে যায়— ধূসরতা— সব প্রান্ত একাকার
সীমা মানে শূন্যতার বিবশ হাতের নীচে হাড়,
একবার জাগরণ; আর-বার নির্ণিমেষ ঘুম—
কোনো দিকে সাড়া নেই, হৃদি ডুবে যায় মহাধূম।
জল ঝরে মাথার ভিতরে, জলে ভরে শারীরিক—
ঘটে যদি পরমাদ আমাকে বলেছ তুমি ঠিক
সময়ের কোন্ ভাগে ছুটে যায় অবিরাম ডাক,
সময়ের কোন্ সীমাখানি তোমারই অংশভাক্।

মাটি ছেড়ে যায়— নীচ হতে নীচে হিম টান—
ঢল নামে পতনের, সশরীর ডুব সীমাহীন,
সতরল শান্তি যেন সবদিকে ব্যাপ্ত শুনশান
পৃথিবী গড়িয়ে যায়, আলোকের গতি সমাসীন :
কথা কেউ বলে না এখানে, হয়তো আর-কোনোদিন
মুহূর্ত ফুরিয়ে যবে সকল বিলীন।

১৯৯৬

বহমান

ওই-যে নিয়ত চাঁদ— ওর দিকে চেয়ে ভাবো
কেন ছায়া স্মৃতির পরত, কেন নাবো জলে :
ওইখানে ঘূর্ণিপাক ছুঁয়েছে অতলে।

হলুদ চিকন রাত ভেসে এলে জানো
মুগ্ধতা গিয়েছে ছেড়ে সফলের দানও :
নদীর সীমন্তে সেতু শূন্যের কবলে।

১৯৯৬

অবরুদ্ধগতি

"বাইরে রয়েছে স্রোত, বাহিরে সরণ,
তুমি বাইরে দাঁড়াও", বলে হাঁটা লাগালেন তিনি।
কবি।

ঝুঁকে আসে মেঘছায়া, বাষ্প হলো ঘন,
এভাবে সম্ভব হলো স্বপ্নঘুম, তরল আকার;
ভিতরে ছড়িয়ে আলো : বৃক্ষস্বর, শাখা ও প্রশাখা,
শূন্যতার ভেসে গেল মরীচিকা পথ।

অতঃপর সময় নিরভিমান, অবরুদ্ধগতি

২০১৩

ছিল নাভি, চন্দ্রমুখী

কথারা তোমার মধ্যে পোকা। নড়ে-চড়ে।
নড়াচড়া রক্তকোষ, প্লাজমা-লসিকা

একাকার

হতেছে নিবিড় আর,
তুমি তাকে ভেবেছ অসুখ

ঘটে যদি অস্বীকার, ভাবো মনে মনে
জোনাকি ছিল কি জলে?
নাকি জল ছিল জোনাকির মতো ভেসে অবিরলে?

ছিল নাভি, চন্দ্রমুখী, পোকার কবলে

২০১৩

অ-নির্বচন

আমি অনেক কথাই লিখব মনস্থ করি; কিন্তু কোনো কথাই না লিখে বইয়ের পাতার ভিতরে হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে যাই বিবর্ণ মথের ডানা; ভাবি, কিভাবে সম্ভব হলো উৎপ্রেক্ষাসকল, যখন জোনাকির আলো থেকে গাছেরা জানালার গরাদে ঝুঁকে পড়ে আর, রাস্তা ধরে হেঁটে যায় মনসিজ মজুমদার, আমার বাল্যবন্ধু, সবিতার বিষণ্ণ প্রেমিক...

আমি লিখব কী, আমার কব্‌জি দেখি কবন্ধপ্রায় পড়ে আছে বিছানার ঢালু জমিতে, শিরা-উপশিরা বেয়ে চাপ চাপ রক্ত আর, কালো রঙের দুইটি বেড়াল ঝগড়া করতে করতে শরীর ফুলিয়ে ব'সে কার্নিশে— যখন আকাশে আমি জ্যোৎস্নাকে পাব বলে আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তার বদলে কৃষ্ণপক্ষ লেগে চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে ডুবে ...

আমি অনেক কথাই লিখব মনস্থ করি; মনস্থ করে, বসি টেবিল-চেয়ারে আর, ক্রমশ ভারী হয়ে ঝুঁকে পড়ে শরীর, আলো ও মুহূর্তেরা...

২০১৪

একটি বোবা মেয়ে, আমার বই

আমার মাথার পাশে বই, পায়ের অদূরে, নিঃশ্বাসের সামনে। ঘিরতে ঘিরতে ছোটো করে এনেছে শূন্যতা; এমনকি, চলাফেরাও হয়েছে দস্তুরমতো নির্দিষ্ট। প্রচ্ছদের অক্ষরগুলি এলোপাথাড়ি একে অপরের ধুলোয় স্থির : আরণ্যক, আভূমি লম্বিত। দেয়ালে জলের রেখা। বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে স্যাঁতসেঁতে হাওয়া। আর, আমার অবিরাম ঘুম শব্দের ভিতর, বর্ণের সচিত্র রেখায়। অতিথি এলে স্থান করে দিই বসবার। কথার আলাপ। তবু, কী যেন বলার ছিল, এই মনে করে আমার বইয়েরা সব ভাব সব কথা সঙ্গে করে নিশ্চল পড়ে থাকে— ডানে-বামে, শিয়রে, বক্ষঃস্থলে। আমার অভিধানে শব্দ নেই কোনো। বর্ণ-বিপর্যাস। এক বোবা মেয়ে সঙ্গে করে বসে থাকি আমি। মেয়েটি কাঁদে, বইয়ের ভিতরে শব্দ শুনি তার।

১৯৯৩

একটি যান্ত্রিক কবিতা

নিউটন আপেলটি স্পর্শ করলেন। বৃক্ষশীর্ষের যে-বৃন্ত থেকে খসেছিল কুসুম আপেলখানি, তিনি নিরীক্ষণ করলেন সেই ছিন্নসূত্র। তারপর শুরু হলো বিস্ময়। বিস্ময় থেকে ভাবনা। ভাবতে ভাবতে অভিকর্ষের অস্তিত্ব যখন বুঝতে পারলেন তিনি, আপেলটি তাঁর হাতে পরিণত হলো এক মহাজাগতিক বস্তুপিণ্ডে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একইভাবে বসে থাকতে থাকতে তাঁর শরীর-মাথা ঝুঁকে এল আপেলের উপর।

এর পরের ঘটনা ছিল সম্ভবত এই, যা কেবলমাত্র লিপিবদ্ধ এইখানে :

অনিবার্য ধীরে নিউটন টের পেলেন অসম্ভব খিদে পেয়েছে তাঁর। মহাজাগতিক সেই আপেলে সোৎসাহে কামড় বসালেন তিনি।

১৯৯৩

গৃহদাহ

আমি একখানি পক্ষী ক্রয় করিয়াছি। পাখিটি এমন, প্রতি রাতে একটু একটু করিয়া ভক্ষণ করিলেও তাহা শেষ হয় না, পরদিন পুনরায় ক্ষতটি জুড়িয়া পূর্বের ন্যায় দিব্য বসিয়া থাকে দাঁড়ে। একদিন তাহার কবোষ্ণ বক্ষের রক্ত পান করিতে করিতে বন্ধুমহলে আমি একটি মূল্যবান তত্ত্ব জ্ঞাপন করিলাম। তত্ত্বটি হইল : অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা পক্ষীর নরম বক্ষের মাংসই স্বাস্থ্যকর এবং অধিক উপাদেয়। তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া পাখিটিকে দেখিতে চাহিল। পাছে উড়িয়া যায়, সেই ভয়ে শিকলের খুঁটা ঘরেতে রাখিয়া সুকৌশলে তাহাকে আমি বন্ধুদিগের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। তাহারা আহ্লাদ সহকারে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, যদিও এমন পক্ষী তাহাদের স্ব স্ব গৃহে বর্তমান, এবং তাহারাও, প্রত্যহ না হইলেও, প্রায় নিয়মিত উহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে আমার ন্যায় ওই রূপ স্বাদ ও অনুভূতি পায় নাই।

অতঃপর বন্ধুবর্গকে বিদায় করিয়া পাখিটিকে বাটীর অভ্যন্তরে লইয়া গেলাম। মনে ভাবিলাম, এরূপ পক্ষী যদি সকলদিগের গৃহেই বর্তমান, তবে ইহাকে আর রাখি কেন? কিন্তু কাহাকেও দান করিবার লোক আমি নহে। সুতরাং সেইদিনই স্থির করিলাম উহাকে আগুনে ঝলসাইয়া সম্পূর্ণ ভক্ষণ করিব। কিন্তু আশ্চর্য কী কহিব, সেই রাত্রে, পাখিটিকে যতবার আগুনে ছুঁড়িয়া মারি, দেখি, উহা আগুন গিলিয়া ফেলে। এইরূপ কয়বার হইবার পর হঠাৎ দেখিলাম, পক্ষীটি সেই আগুন আমার গৃহের সমস্ত দিকে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। দাউ দাউ পুড়িতে লাগিল সব। অতঃপর সেই রাত্রেই আমার গৃহ দাহ হইয়া গেল।

১৯৯৭

দাম্পত্য ১

পাশাপাশি দু'টি ঘর। সরলতা বিজ্ঞানসম্মত, তবু
আলোর বঙ্কিম গতি রয়েছে বিস্তৃত,
মাঝবরাবর;

মাঝে অন্ধকার,
ঘুমের ভিতরে ডানা
রয়েছে স্খলিত যেন কবোষ্ণ গন্ধের স্মৃতি উড়ে চলে গেল

নেমে এল ছায়া
স্বপ্নে ভেঙে ভেঙে
ভেঙে গিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের
গলিত মুদ্রার

কেঁপে ওঠে জল যেন পাশাপাশি ঘর দু'টি
অভ্যাস নিজেকে নিয়ে আনত ভঙ্গিমা

ঝুঁকে চরাচর

২০১৩

দাম্পত্য ২

আরণ্যক পড়ে আছে
গন্ধ আর
গলে গিয়ে অন্ধকার
জ্যোৎস্নার রেখা।

এভাবেই দেখা,
শীতের ফসলে।
দুলে-ওঠা আঁচলের ভাঁজে
বিন্দু বিন্দু জল

অশ্রু? স্বেদ? নাকি লোল?
সিক্ত আলুনো
উড়ে গেল কুয়াশাকে ফেলে রেখে কম্পমান।
হেমন্তের ধূসর ডানায়

পাখিটির মতো ঘন
লুটিয়ে শরীরে

২০১৩

এক্সকিউজ্‌ড

দু'জন প্রেমিক এসে বসেছে ওইখানে
মুখোমুখি আবছায়া অবিরত ঝোঁক;
এখানে পড়েছে ছায়া, কিন্তু ঠিক দু'টি নয়, অসংখ্য।
বিজ্ঞান বললে, "ধুৎ! হয় নাকি তা-ও?"
ডাক্তার বলেন, "নির্ঘাত অনিদ্রারোগ!"
আমি বললুম, "বেশ। তার মানে আলো শুধু একমুখী, এমনকি, নেই তার
প্রতিগামিতাও!"
শুনে, ডাক্তার তো চুপ : "নো মোর কমেন্টস।"
বিজ্ঞানী সামান্য ভেবে, বললেন, "পার্ডন মি, সরি।"
আমি বলি, "এক্সকিউজ্‌ড।"

২০০০

অবভাস

প্রছন্ন রাত এক উঠে আসে। শরীরে প্রচ্ছায়া।
শীত-শীত মনে হয় ধমনীপ্রবাহ

দূরে বসে আছে কারা... জানালা ভেজুনো...
ভেসে আসে গান

আমি ভাবি, কোথায় চলেছে সবকিছু
বস্তু ও বিচ্ছেদ?

২০১২

নস্টালজিয়া

গতকাল জ্যোৎস্নার হিমে
নাথুয়া এসেছে দেখি
কস্টিক মাঠে;
হাতে ধরা ডাংগুলি আর,
ঘিরে তাকে আছে ছেলে—
ছোকরার দল!
মাছপুকুরের পিঠোপিঠি
হাওয়ায় হাওয়ায়
সোঁদা ও ভ্যাঁপাটে
গন্ধ মেখে উড়ে যায় বক,
ছায়া তার জলে ভিজে
করে খলবল!

নাথুয়ার ডাঙে লেগে গুলি
দোমড়ানো মোচড়ানো
শূন্যে হাঁপায়,
'ক্যাচ ক্যাচ' বলে পিছুপিছু
পানু জগা পিন্টু কালা
ছুটছে তপাই;
তারপর কী-যে হলো বুঁদ—
নাথুয়া লাগাল ছুট
বকের পিছনে,
মাঠে তার পড়ে থাকে ডাং—
বেঁক্চুরে জোছনার
বুড়িটির ঢঙে।

২০১৩

একটি স্মার্ট কবিতা

সভায় বসেছি গিয়ে। আলোচনা : কাকে বলে আর্ট
একজন উঠল বলে, "অবশ্যই হতে হবে স্মার্ট"।
তুমুল বিতর্ক হলো, অতঃপর প্রায় হাতাহাতি—
কে-যে ঠিক, কেই-বা বেঠিক নিয়ে জাত-ধর্ম-জাতি;

চশমা নামিয়ে নাকে বলল সে কৃশানু অভীক,
"একেই কি বলা চলে পোস্ট-আধুনিক?
অণু থেকে পরমাণু তাপ্পি জুড়ে রঙিন মলাট
এফোঁড় ওফোঁড় খুঁড়ে আদি-অন্ত পাঠ?"

আমি ভাবি, গাধা নাকি ঘোড়া, নাকি দুয়ের অধিক
যাহাকে খচ্চর বলে, খোচরের সমগোত্রিক!
অগত্যা বেরিয়ে পড়ি পথের উপরে মুখ ঢেকে
ভাবি, কাকে বলে স্মার্ট। স্মার্ট তবু হয় না প্রত্যেকে।

২০১২

পাণ্ডুলিপি

প্রচ্ছদ। অক্ষরমালা। গভীর অসুখে।
রঙেরা কুয়াশাভাঙা প'ড়ে অভিমুখে।

পাতার প্রহর;
অভিমানী ঈড়াগাথা, পরিযায়ী ভোর।

স্বপ্নেরা দেয়ালে ঝুঁকে সাদা কালো সাদা :

সেতুর ওপারে জল তারে ছিল বাঁধা।

২০১৪

সময়ের সব ভগ্ন রাশি

আমি সেই ভয়ের দিকেতে যাই, সমস্তই অবরুদ্ধ ক'রে :
চারপাশে কুয়াশা ফেটে জেগে ওঠে স্তূপ।
খাদের গভীরে গ'লে পড়ে অন্ধকার, গ'লে
আকাশ তবুও আলো— ভেসে ওই জলের সফরে।

আমি সেই মৃতের সমীপে যাই, মৃতেরা তরল
গিলে নেয় সময়ের সব ভগ্ন রাশি।
অনন্তের কুয়ো এক মাঠের উপরে,
বাষ্পের বলয়ে ছায়া শুষে নেয় হিমনদী, শুষে তলাতল।

২০১৪

ফেরা

আমি আজ তোমার সময়।
বেহিসেবি ঝুঁকে
রোদ্দুরের থেকে কোনো নগরবন্দরে :
সূর্যের বর্তিকা থেকে প্রবীণ শহরে।

পড়েছি খাদের মুখে। দূরে
গ'লে পড়ে তামাটে হলুদ;
কারা ওই বসে থাকে সন্ধের বিফল অবসাদে—
মেদুর আকাশে রং, বনকাপাশির।

তোমার সময়ে ফিরে উষ্ণ বালুচর

২০১৫

ব্যাজ

ক্ষমাহীন ভাবে আমি গিয়েছি তো চলে।
যেইখানে লতা এক বেড়ে ওঠে ছায়ার বিবরে,
ঘুম ভাঙে জ্বরে।
সফলতা নাম লেখে পরিচয়-ছবি :
তোমার ঘামের স্মৃতি, আতশ করবী
শস্যখেত, বীজতলা, সাঁকোর অতলে

বেলা হয়ে আসে শেষ। জলের গভীর থেকে পাখি ওড়ে অরণ্য শিখরে
শিস কাঁপে, ব্যাজস্তুতি, ফাঁপা শুধু ফাঁপা আর ফাঁসের গহ্বরে

২০১৫

গলিপথ

রাস্তা ধরে আরো এক রাস্তাতেই উঠে পড়ি। ভিড়ে।
অথচ নির্জন গলিপথ প'ড়ে স্মৃতির ভিতরে।
দুই ধারে বালিয়াড়ি। ভাবি, সমুদ্র কাছেই। আসলে সে-সব
কবিতার চিত্রকল্প। হ্যালুসিনেশন।

এভাবেই ভেবে নেয়া ভালো। ভাবনারা
হয়ে ওঠে যাপনস্বভাব। শব্দ-অর্থ-যতি অক্ষরবিহীন :
নেই অস্থি, মেরুদণ্ড, সুষুম্না-শিরাও।
রাস্তাকে ছাড়িয়ে গলি। গলিপথ শাখা-প্রশাখায়।

২০১৪

ক্যালেইডোস্কোপিক

ছায়া লেগে শীতের শরীরে।
জল।
বিন্দু বিন্দু ঝুলে-থাকা স্বপ্নের অক্ষর।
ক্যালেইডোস্কোপ-এ।

কারা ওই গুটিগুটি হেঁটে যায়
দিগন্তরেখায়—
পথে আগাছার ভিড়ে দু-একটি ফুল
মাথাকে উঁচিয়ে;

আমি শ্বাস নিই— দীর্ঘ, দীর্ঘতর শ্বাস
দেখি
ছড়ানো শস্যের পাশে সাদা-কালো অক্ষরসদৃশ

২০১৪

অমৃত অ-মৃত

সেই সময়ের পারে নৌকোটি দাঁড়াল এসে এসে।
বোঝা করে ছাইপাঁশ চলে গেল ভেসে
একদিন কুয়াশার ভোরে।

একদিন এভাবেই শরীরে আহ্লাদ নিয়ে শরীরের ঘোরে
জননী এলেন ধীরে শিয়রে মলিন।
জল ছিল ছায়ার মসৃণ :

অক্ষর পড়িয়া তলে, ভেসে অবিরত
অমৃত অ-মৃত

২০০৮

এপিটাফ

অনেককিছুই হলো। আবার হলোও না যাকে বলো তুমি ঠিক।
এভাবেই পার হয়ে যায় ট্রেন; পেরিয়ে স্টেশান—

থামা,
থেমে থেমে যাত্রীকলতান

কী এক উচ্চারণ যেন স্তব্ধ হয়ে
মিশে থাকে গুমোট বাতাস

... অনুভব, অভিবাসী প্রতীক্ষার অলেখ বয়ান...

তবুও কী ভালোবাসি জনভিড়ে চায়ের গেলাস
ভালোবাসি সিগারেটে অনাবিল টান

২০১৩

অন্তিম ইচ্ছেরা

কিছু বিষয়, যা লিখতে পারলে খুশি হতে পারতাম আমি। কিন্তু বাস্তবে হয়ে ওঠে না তা। এই-সব লেখালেখি যথার্থই অন্তস্তল থেকে উঠে আসতে চায়, যেন ভিতর ঘরের দরোজাগুলোকে খুলে সদরে এনে ফিট করে দেওয়া। এটা এমন আহামরি কোনো কারিগরি দক্ষতা না যে, অসম্ভব। কিন্তু এটুকু সম্ভব করতে হলে দরজাগুলিকে এমনভাবে জোড়াতালা আর রাঙিয়ে তোলা প্রয়োজন, যা বহু দিনের বহু অনুশীলনে একটু একটু করে মক্‌শো করতে হয়। হঠাৎই আবিষ্কার করি আমি, বিষয় আর সেখানেই থেমে নেই যেখান থেকে শুরুর কথা ভেবেছিলাম।

•

আমি বিলক্ষণ জানি, আমার কবিতাদের অনেক আগেই মৃত্যু ঘটে গেছে। এমনকি, তার মাংসল শরীর থেকে হাড়পাঁজরার যে-কঙ্কালরূপ বেরিয়ে পড়েছে, তার সঙ্গে কোনো কবির এপিটাফেরও মিল খুঁজে পাই না আমি। আসলে যেভাবে আমরা জেনেছি ‘ফিরে আসা’, কিংবা ‘প্রত্যাবর্তন’, ঠিক সেভাবেই এই-সব অক্ষর, কথোপকথন, এমনকি পথঘাট, ঘরবাড়ি, আসবাব সবকিছু নবীন হয়ে উঠতে চায়। হয়তো-বা ‘জনপদ’ শব্দের মানে, কিংবা ব্যুৎপত্তিও। স্বপ্নকে বুঝি না আমি; প্রত্যেক ঘুমের শেষে অস্তিত্ব বা বিলোপ— কোন্‌টি বাস্তব? যে-সব শব্দেরা ভেসে ওঠে মনে, সকলেই তারা, হয় অনেক আগেই নির্বাসিত অথবা, মান্ধাতার আমলের এক বইঘরে তালাবন্ধ। কেবল মৃতদেরই রয়েছে সে-ঘরে প্রবেশের অবাধ অধিকার।

•

আবারও আমাকে জনৈক হিতৈষীর দ্বারস্থ হতে হলো। ইনি এমনই একজন যিনি আমাকে কথকতার জাদুমন্ত্র শেখাতে চেয়েছিলেন। মন্ত্র? নাকি জাদু? কোন্‌টিকে বলা যায় জুতসই? আসলে যা কিছু ভাবনার, তার পরতে পরতে নাকি ঈশ্বর চলমান। তবে কি তিনিই হিতৈষীজন? দরোজা খুলে চুপটি দাঁড়ালেন এসে!

•

মাননীয় শ্রোতৃমণ্ডলী! আপনাদের কাছে আমার অন্তিম ইচ্ছেদের জানাতে চাই আজ:

১. স্পর্শ
২. সময়
৩. শূন্যতা

২০০৮

ধ্বস্ত এই চরাচর রেখা

আলোকের উৎসবে নেচে ওঠে প্রাণ;
ধারাজল নেমেছে দূরে, সবুজ— মেঘের প্রমাণ,
স্মৃতি : শুনি আর্তরব ভেসে আসে দূর কলরোলে—
এসো তুমি, বসো ওই জানালার শিখরের উজ্জ্বলে।
বাজাও ধ্বনিটি একা— যেভাবেই বৃষ্টি ঝরে পড়ে
যেভাবে আগুন ওড়ে, ওড়ে চিহ্ন, পথের সফরে—
ওড়ে খড়, কুটো ওড়ে অনন্তের জলের প্রহরে...

এই ডাঙা, ধ্বস্ত এই
চরাচররেখা...

২০০০

বোধিব্রহ্মনির্বাণে

[বাবা-কে]

বসে আছি এইখানে স্বচ্ছতোয়া হ্রদের কিনারে।
স্বীকার করি নি হয়তো-বা গাছ, পাখিদের ওড়া
ছিল না আকাশ, মেঘ; ছায়াঘন নগরমিনারে
ছিল শুধু শরীরের উষ্ণ নড়াচড়া।

তখন জলের ’পরে রাত্রি নামে; ভেসে আসে পিতার আশ্বাস :
“বেঁচে থাকো বাবা, জেনো মৃত্যু নয় প্রাণের অধিক,
অনন্তের নয় কিছু, যারা গড়ে দেয় প্রতিভাস
আমিও তাদের মতো হৈমসময়।”
রাত্রির উষ্ণতা ফেলে এ-সব কথারা উড়ে যায়। পাতা ওড়ে
হ্রদের সমীরে। মনে পড়ে আর, জিজ্ঞাসা করি নি ভুলে কারো-বা নিকটে :
“সব ছুঁতে পারে কেউ? ছোঁয়া যায়? একদিন কুয়াশার ভোরে
অনন্তের স্রোত এসে সময়ের পটে
ডুবে কি যান নি পিতা আমারই শরীর ছুঁয়ে হ্রদটির জলে?”
তখন ক্রমশ বায়ু ব্যাপ্ত অফুরান,
প্রতিবেশ ভেঙে পড়ে সাময়িক তলে।

তখন নিঃসীম অণু অণোরণীয়ান
বো ধি ব্র হ্ম নি র্বা ণে

২০০০/২০০৮

পরিসর

কত দূরে চলে যেতে পারে দূর ? এত-যে নিকট তার
পরিধি ছেড়ে বাস-রাস্তায়
উঠে আসে কানাগলি।
দিগন্ত ছড়িয়ে পড়ে আরো দূর হা-স্তব্ধ কিনারে—
গোল হয়ে যোজন যোজন পরিসর :
স্তব্ধতা খুঁজে ফেরে একাকী বিকেল।

এখানে রৌরব। এইখানে প্রক্ষিপ্তকাল। তুমি

২০১৫

কান পাতলেই

হঠাৎ থমকে-পড়া। যতিবিহীনতা। তবুও মুহূর্ত উড়ান;
সশঙ্ক মিলিয়ে যাচ্ছে রশ্মি— দ্রাঘিমা থেকে বিষুবান্তরে— আর

কেউ একজন কিছু একটা বলল। এমন কিছু, যা দুরধিগম্য শ্রবণের
সারাদিন সেই না-কথা নিয়ে বসে থাকি আমি। টেবিল-সমেত।

আমার দূরত্ব থেকে বেজে উঠেছে কঙ্কণ, অমিতি গমন;
কান পাতলেই বোবার মতো হাঁপিয়ে উঠছে বৃক্ষ, পাতার মর্মর।

২০১৫

ওই-যে টেবিল

ওই-যে টেবিল— সেঁটে আছে দেয়ালের গায়ে, ওর বরাবর
কম বড়ো নয় টুকরো জগৎ— চিলতে ঘর, চেয়ার, দেরাজ-সমেত বুককেস।
বিবিধ রতন। ওর সামনে দাঁড়ালে ছোটো মনে হয়।
ইতিহাসের জলছবিকে ফিকে। দেখি, সেইখানে আমারই আদলে
এক হতকুচ্ছিত প্রাণী রয়েছে সেঁধিয়ে। মুখ-বাঁধা জবুথবু দ মেরে সে
দিব্য শুয়ে। চিৎপাত। এমনই বেলাজ বেপরোয়া।

ওই-যে টেবিল— সেঁটে আছে দেয়ালের গায়ে, ওর কাছে ফিরি।
ফিরে, খুঁজতে থাকি কিছু। নিদেন এক টুকরো কাগজ, সেইসঙ্গে
কোনোক্রমে লেখা চলে বাতিল-হয়ে-যাওয়া কলম; পরশ্রীকাতর।

২০১৫

অবিনির্মাণ

ছবিটা অনেক আগেই ভেসে গিয়েছিল, যেভাবে অন্তরাল, ভেসে কুয়াশার।
অথচ দৃশ্য থেকে দূরে সকলে বানিয়ে তুলেছিল অভ্যেস

এই-যে নির্মাণ, কেবলই এক খাঁচা থেকে অন্য-এক খোঁদলে,
এক খন্দ থেকে অন্য কূপের ভিতরে
                সদ্য বানিয়ে-তোলা দৃশ্যের অবিকল,
কী নাম রেখেছ তুমি তার ? কী জেনেছ অর্বাচীন ম্যাজিক-সম্বল ?

ছবিটা আসলে থেকেও নেই : গোলকের ওপারে কার্যত অবিনির্মিত

২০১৫

এক চিলতে জমি

রহস্যের ওপারে ক্রমশ গুটিয়ে আসে ছবি, নিজের আদল।
আমি খুঁজে ফিরি ফাঁকা এক-চিলতে জমি : হাত-পা ছড়িয়ে দিব্যি
টান টান পড়ে থাকা; আকাশে অদৃশ্য মেঘেদের
ভেসে চলা। তুমি বলবে, "আঃ, সেই এক কথা; সেই অর্থহীন
বানিয়ে বানিয়ে তোলা।" আমি কিন্তু বাড়িয়েছিলুম হাত : রহস্যের :
অদূরে ভাসমান আস্ত এক ভূখণ্ডের...

২০১৫

ভিতর পরিধি

আরশির গায়ে এক দুই তিন বসে তেরোটি বিষণ্ণ কবুতর।
খসে পড়ছে পালক, রৌদ্রকণা, খসে শিশিরের সর।
অদূরে সাইকেল। একাকী নদীর কিনার, শায়ী বালুচর;

ভিটেভূমি ছেড়ে বহুদূর। ফিরে, মুখ ঢাকি স্থিত গম্বুজে। অয়নান্তিক।
শার্সি জুড়ে আগাছারা, লতাপাতা, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘূর্ণিপাক :

তবু ওরা ত্রয়োদশ, ধূম বসে আরশিতে, ওষ্ঠ কাঁপে ভিতর পরিধি।

২০১৫

বিষাদ সারস

কী লাভ? কী আছে সময়ের পার? ফিরে ফিরে বসে থাকি পথের কিনার;
ভুলে সব আর্তরব, ভুলে গিয়ে পরিশোধ— অথবা সোপান
যেভাবে নেমেছে ঘাট, কিম্বা আরো নেমে দূর স্থিরচিত্রপট,
অগণন সারসের নিবিড় গমন;

সেইখানে নৌকো আজও ফেলে নি নোঙর, ফেলে নি তো;
সেইখানে স্রোতগামী : বিষণ্ণ বিকেলে ঘুম : মিথ্যে পরিণত

২০১৫

আরো কত দূর

চুপি চুপি আসে ঘোর, দুপুরের, মুছে দিয়ে চিহ্নকে দস্তুর।
আলস্য ছিল না মোটে— বলব না তাহা—
শীতের প্রহর ছিল, তেরছা রোদ্দুর, বেপরোয়া।
দু-পলক নিমেষ হারানো।

ছিল দূর, অবকাশ; অ-দরকারের
ঝাঁপ দিয়ে শরীরের বেহাল গরজ

এখন কেবলই ভয়; নষ্ট ফলে ভনায় মশক :
আর কত দূর, আরো কত কত দূর ছায়াপথ

২০১৫

সেইখানে পোস্টম্যান

চলে গেছি স্মৃতির শহরে। চলে, দেখি হিমচাঁদ ঝুঁকে লাইনের পারে,
সারিবদ্ধ ওয়াগন, সার সার বগিগুলি বিষণ্ণ সফর।
দূরে একই নদীখাত, একই সেই যোজনবিস্তার—
তুমি কি রয়েছ জেগে? দুই চোখে ব্যথার প্রশ্রয়?

থেমে যায় সব গতি। দূরগামী একাকী সাইকেল।
সেইখানে অপেক্ষার, সেইখানে পোস্টম্যান : চিঠিরা ফুরোয়

২০১৫

অক্ষর বিবর্ণ হলো
[উৎসর্গ : ভূমেন্দ্র গুহ]

১

ছায়া কাঁপে ভিতরে কিনারে।
স্থবির জলের রেখা উষ্ণ অবিচলে;
বিন্দুরা গত।

স্বপ্নে মেদুর ঘুম তুমি অমলিন

চেয়ে আছো, চেয়ে নেই,
চাহনি জেনেছে শব্দ; শব্দে অকৃপণ।

ছিল না অধিক চাওয়া—
পেতেছ দু-হাত ক্ষমা, কাচ, বন্ধুতার;

এ-সবই বিকীর্ণ স্মৃতি। কবিও জানে নি ক্ষয়, বরাভয়, যতি,
ঘরের ভিতরে ঘর। মগ্ন চিলেকোঠা :

পরিখা পেরিয়ে সাঁকো আমি ও তস্কর

২

তারপর ছিন্ন হয়ে গেল সুতো। 'শ্বেতাশ্বেতর' শোনায়েছ পড়ে।
মুদ্রায় লুটোনো তার : ওংকার বেজে ওঠে দূর কলরোলে।

অন্তরাল। ডুবে যায় সীমাহীনতায়
এই-সব ধ্বনি ও ব্যঞ্জন : ক্ষয়রোগ,
ক্ষয়ের সীমানা ছেড়ে ভেসে যায় লাশ।

নিজেরই বিম্ব হতে পেতেছি দু-হাত—
দাও তেজ, দাও ক্ষিতি, অপ্-মরুৎ-ব্যোম

এ-সময় শুষে নেয় জরা; ঘাম-রক্ত-থুতু;
গিলে ফেলে আমাকে, আমার

৩

অক্ষর বিবর্ণ হলো। আতশ কাচের থেকে বিচ্ছুরিত আলো।
দু'দিকে অতল খাদ, নদীখাত মাঝবরাবর। সেইখানে
ঝুলবারান্দার রোদ আরামকেদারায় লীন। ইতস্তত ছাই।

জানালা পেরিয়ে মাঠ, ভেজা-ভেজা শীতের প্রহর; প্রতীক্ষায়
ঘুমিয়ে ছিলাম আমি : চড়া জেগে বালি শুধু, বালি, বালিয়াড়ি—

"না চাইতেই পেয়েছ জীবন তাকে বেঁচে তুমি দেখো
কেমন বদলে যায় পাবার বহর। এ-কথা ক্ষত্রিয় জানে।
জ্ঞানত সমস্ত ফাঁকি। মেনো তাকে— যত কিছু গতরের দেনা।"

কানে বাজে পাণ্ডুলিপি : দু-আঙুলে কী-বোর্ড সচল :
তাঁহার তির্যক

২০১৫

পাতাভরা মুখখানি

ভেসে যেতে যেতে ভেসে শূন্যতা সকল
কল্পনা আঁকড়ি ধরে দেহের সম্বল

পাতাভরা মুখখানি ভাসে গঙ্গায়

জলে নেমে গেছে ছায়া, ছায়ার কোমল
শরীরে লেগেছে হিম, আশরীর ঢল

এ কোন্ প্রবেশ হতে উঠে আসে রাত
জড়ানো দু-চোখে মায়া, রিক্ত দুই হাত

পলকে পলক পড়ে, পাতা যায় উড়ে
নেমেছে অতলে মেঘ জলের মুকুরে

চোখে এসে লাগে ভ্রম, কুহকে কুহক
পাথরে পাথর লাগে, আগুন ফলক

প্রাণ হতে প্রাণ চায় প্রাণের সমীপ
সন্ধ্যা মিশে যায় রাতে, চরাচরে দ্বীপ

নেমে যায় স্রোত, দূরে ভাসমান ডানা
পাখির শ্বাসের মতো অশীতি অজানা

ডুবে যায় বায়ুভার শূন্য চরাচরে
চোখে এসে লাগে ঘুম চোখের আদরে

এ কি সেই ছায়াপথ, যে-পথে প্রবীণ
একা হেঁটে গিয়েছেন দিন-অনুদিন?

এই পন্থ এই মর্ত অবিরত মুখ
জানে কি নিহিত কাল, জানে ভ্রমসুখ?

তবুও তো চলে আসে জননের পরে
জন্ম মৃত্যু কাল জন্ম জনন স্বাক্ষরে

জননে জাগর ঋতু, জাগে অভিমান
বয়সে বয়স জাগে, জাগর ইমান

নদীও যেমন জাগে জলের আহ্লাদে
বায়ু জাগে ঝটিকায়, একা শিশু কাঁদে

কে-বা লেখে জন্মরাশি মীন সিংহ তুলা
নবী সাজে বহুরূপ, শিরে পরচুলা

পরবেশ পরভাষা জীবিকাসোপান
পড়ে থাকে ছিন্ন শির দিকচক্রযান

এ কোন্ সময় মাতা পুত্রের অতীত
এ কোন্ সন্তান খোঁজে প্রহর প্রমীত

তবু হেঁটে আসে নর দিগন্তের ঢলে
একা বহে চলে নদী আশরীর জলে

লেখা হয় প্যাপিরাস, লেখা বর্ণমালা
ইতিহাস ছুঁয়ে থাকে বিবর্ণ এক্তালা

কারা শোনে বিবরণ, কারা দেয় সাড়া?
পাথরে নিগূঢ় কারা দিয়ে যায় নাড়া?

বুকের গভীরে বাজে ভাষার বিরল
কারা দীর্ঘ বসে থাকে নিবিড় নিশ্চল?

এ কি শুধু রূপকথা? ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী?
মেলে দেয় ডানা মেলে বসন্ত পঞ্চমী?

ফড়িংয়ের মতো চোখ ঘুরে চলে দিক
ঘুরে চলে রাত্রিদিন, ছায়া তামসিক

সংসারে অন্ধ পিতা, অন্ধ কে-বা নয়!
চোরাপথ, চোরাবালি, চতুর আশ্রয়

নেমে আসে বাঁকা চাঁদ ইটের পাঁজরে
পোকা হেঁটে যায় কৃশ শরীরের জ্বরে

পুড়ে যায় ঠোঁট, পোড়ে চোখ কামনার
উড়ে চলে ছায়ামেঘ— মেঘ তাড়নার

স্রোতে ভাসে নৌকা, খর বায়ু বেগবান
তড়িৎ ছিলার টানে বজ্র টানটান;

এই দেশ এই ভূমি যুক্ত করে ভাষা
কাহার রক্তের ঋণে কাহারও উচ্চাশা,

উচ্চাশা জেনেছে খেদ, নগরযৌবন
স্বপ্নে ভেঙে যায় রং, স্বপ্নের প্রবণ—

শিশুটি নিভৃতে কাঁদে ক্ষুৎপিপাসিত
গ্রহণে লেগেছে পক্ষ; গ্রস্ত, সমাহিত

মাতা ফিরে যান গৃহে, শিকড়ে শিকড়
শস্যের ফলনে নত ধানের শিখর,

শিকড়ে বাড়ে সে-শিশু বাড়ে বৃক্ষশাখা
রক্ত কার রক্ত ঝরে রক্তবীজমাখা—

বীজে ঢুকে পড়ে বীজ, বীজরক্তব্যাধি
তবু অণু জন্ম চায়, চায় অন্ত আদি

চায় ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, পায় জরা-শোক
মর্ত কাছে স্বর্গ চায় দেহ, জীবলোক

দেহ ছেড়ে যায় সংঘ— সূক্ষ্ম স্থূল স্মৃতি
দেহের নিবিড়ে ছায়া অশেষ আসৃতি

দেহ ভেসে যায় জলে, হৃদি ভেসে চলে
শিশিরে শিশির ঝরে, আলো ঝল্‌মলে :

শব্দ এসে যায়, ঘুম, অতলান্ত স্বর
ডুবে ডুবে যায় ডুবে শরীরে অজর;

এ প্রাচীন ধুলাপন্থ, পান্থজনসখা
জটাজুট, শমীবৃক্ষ, বসে আছে একা

একা চর একা ভূমি একা জন্মনাম
জল পড়ে পাতা নড়ে, পাতার প্রণাম

পাতা উড়ে যায় দেশ, ইতি পরিণয়
নরের সমীপে নারী লেখে পরিচয়

লিখে রাখে গল্প, গাথা, আখরে আখর
জীবনে জীবন লেখে; স্মার্ত, অনুস্বর

অক্ষর জানে কি সীমা? দূরের জানালা?
পরি এসে বসে ঘাসে, গাঁথে বরমালা?

তারা খসে পড়ে শূন্য রাতের আবেশে
কারা আসে কারা যায় কোন্-সে উদ্দেশে,

কারা স্পর্শ চায় চোখ— ঘুম ভাঙে ঘোরে—
রাত্রি মিশে যায় জলে, চিতাকাঠ পোড়ে

কে-বা মৃত কে অজ্ঞাত কে-যে বাঁচে রণে,
কে জানায় আকুতি কে থাকে অনশনে!

সে কোন্ সময় হতে ছুটে আসে ডানা
ছেড়ে চলে ধানজমি পথের সীমানা—

সীমা ভেঙে যায় দেশ— সমাপনহীন—
ছেড়ে রেখে ব্যস্ত পথ ক্ষীণ হতে ক্ষীণ

গানের শোলোক ওড়ে নগরে ও গ্রামে
ভিজে যায় তলাতল সুরের বিরামে

সুরে বাজে ধারাপাত, বাজে সমীরণ
প্রহরে প্রহর বাজে, প্রহত কিরণ

অবসাদ মনে আনে, মন ভাসে জলে
নৌকা জেগে থাকে চর, জাগে মায়াবলে

জাগে দিশি জাগে রাত জাগর শয়ান
পরতে পরত জাগে অমৃতসমান;

স্মৃতিরা ফুরোয় জলে শুরুর আভাস,
শেষ হয় অন্ত্যমিল, ভরে তোলে শ্বাস :

কারা আসে স-পশরা, কারা ভাঙে ধান?
কারা বেচে শ্রম, কারা বাঁচে তমস্বান?

কারা থেকে যায় দূরে, কারা সন্নিকটে
কারা ছেড়ে যায় অন্ধ, কারা ছিন্নপটে

তাদের শ্বাসের ঘন যারা পরিযায়ী,
যাহারা রচনা করে অন্তরা আস্থায়ী

তারা কি আসে নি ফিরে শীতের ফসলে?
তারা কি একাকী নয় ফলে ও বিফলে?

ফলত ভঙ্গুর সীমা যদ্যপি অসীম
প্রান্ত দূর ভেসে চলে আলোর পিদিম

নিকট এসেছে একা পরিতাপ-জ্ঞানে
নিভৃত তারার ছবি জাগে অভিমানে

যে জানে অনাবিষ্কৃত, যে বাঁচে কল্পনা
যে চেনে অক্ষরলিপি, যে যাচে মূর্ছনা

সেই মূর্ছা আকিঞ্চন স্রোতের নিবিড়
নৌকা ভেসে যায় রাত্রি, শরীরে শরীর;

হৃদি ভাসে রাতকানা, জলে ভাসে জল
শরীরে শরীর ভাসে, লোহু ও গরল

মুদ্রা ভেঙে মুদ্রা গড়ে ভোরের প্রচ্ছদ
জন্মছায়া, মৃত্যুছায়া, জাগে জাগে হ্রদ

হ্রদের সীমানা ছেড়ে পাতা উড়ে যায়
পাতাভরা মুখখানি ভাসে গঙ্গায়।

২০০৫

স্টার্ট ক্যামেরা সাউন্ড

১

সমস্ত স্বপ্নই নির্বাক শীতে, অথবা নিরতিশয় ঘুম
নেমে আসে পরতে যে-আলো, তার উদোম শরীর:
লেগেছে কেলাস— অবসিত;

এই-সব ঘন স্বেদ, কোমলতা জেনেছি তো, নিকটের থেকে—
আরো আমি জেনেছি সে-কৃতী, মানবের স্মৃতি ও সফরে
গলিত অস্থির, পরিণীত;

জানিয়াছি যাপনের দু-একটি হরিণশাবক খেলা করে সময়ের—
খেলাটুকু জানালায় হয়ে থাকে লীন;

পড়ন্ত সূর্যের রেখা বায়সের ঠোঁটে পরাধীন

২

নৌকো দূরে জলের উপরে। শূন্য। তির তির উঠছিল কেঁপে।
গমনাগমন শেষে পড়েছিল শিশিরাক্ত ধুলো; সে-ধুলায়
বিবর্ণ ছবিরা। ছায়া। পিঠোপিঠি বাড়িগুলি জেগে।

তখন চৈত্রের রাত; তিনটি ভিখিরি বসে খেলছিল তাস।

যাত্রীশূন্য স্ট্যান্ড। স্থির। একে একে ছেড়ে গেছে বাস।
রয়েছে ছড়ানো স্তূপ— ছেঁড়া জুতো, প্লাসটিক, কাগজের কাপ—
একাকী প্রতীক্ষালয়, সিট থেকে সিটে খাঁ খাঁ যোজন ফারাক;

তিনটি ভিখিরি তখনও যাচ্ছিল খেলে তিন তাস।

৩

তখনও নামে নি রাত। বিশীর্ণ পথের ধারে স্তূপাকার আগাছার ভিড়।
তখন জলের নীচে আলোকণা নিভৃত অস্থির :
লেগেছিল রুক্ষ তাপ চুন-ধসা দেয়ালের পিঠে;
তখন বিলীন মেঘ হয় নি তখনও।

আমাদের অপেক্ষা নিয়ে বসেছিল কেউ : রোরুদ্যমানতার।
শুনশান ছায়ারা দ্বীপে ঘিরেছিল প্রান্ত, পরিখার।
আমরা স্থবির প্রাণে গোলকের ধু ধু যাপনের :
আমাদের হয় নি ফেরা, ফিরে আসা, হয় নি কোনো দিনে।

৪

কোনো দিন অবসান যদি কোনো কোনো দিন ইতিহাস
ফিকে থেকে ফিকেতর সময়ের অপহৃত ক্ষণে
তুমিও কি ব্রাত্য নয়, অধমর্ণ, মারণ প্রহরে?...

কারা ওই লোকালয় ঢুকে পড়ে আঁধি ও আঁধার
অগ্নি খায়, বিষফল, ক্ষুধা খায় ধোঁয়ার ছোবলে
কারা গামী সড়কের সীমা হতে শীতার্ত খামার,
জাগরূক, কারা জড়ো নগরীর ভুলের কবলে
কারা জাত, জাতি-ধর্ম : এক দুই সহস্রের অব্দ থেকে শতাব্দর ঘুমে—

লেখে মৃত্যু, ঈর্ষা লেখে, অস্বীকার, অজাত স্মরণে?...

৫

‘কথাটা সহজ। কিন্তু বিচরণ সে কত-যে কঠোর কঠিন!’
হ্যাঁ, এভাবেই আমাকে বলা হলো বিস্মরণ। ভ্রম।
কত-যে বেকুব আমি গুলিয়ে ফেলেছি আত্মা রমণের প্রাতে;
ভেবেছি, জীবন কাটে ‘আলস্যের পীড়নে উৎসুক’। ক্ষমা যাকে
পুরে নেয় রঙিন কাচেতে আর, দৃশ্যত শিথিল স্বমেহন :
তুমিও কি বানাও শব্দ, কল্পদ্রুম, স্রোত মেখে জিহ্বার চুমো;
তুমিও কি করো ঘৃণা, যেভাবে ঘৃণায় রাষ্ট্র ফেরায় অশোক,
যেভাবে বুকের উপর নেমে আসে ছুরি : স্টার্ট ক্যামেরা সাউন্ড...

‘এবার ফিরাও মোরে’ : ফিরিবার রাত্রি আয়োজন।

৬

দ্বিধাশূন্যতার মাঝে ফাঁকটুকু জুড়ে শুধুই অস্বীকার।
মাথা থেকে ঝাঁকাকে নামিয়ে কেউ বিড়িতে দিচ্ছিল টান, আর
বিশাল প্রান্তরে রোদ্দুর চষে বেড়াচ্ছিল হাওয়া;

সে-হাওয়া বসন্তের— বুকের উপরে এল নেমে। যেন
এসেছ পেরিয়ে তুমি ধুধু। শুষ্ক বালুরাশি।
পূর্বাপর নেই তবে কিছু? সূর্য ঢ’লে আজানুলম্বিত? ছায়া
যেন অকস্মাৎ ফেলে যায় ঝাঁকাটির গূঢ় :

দ্বিধা ও শূন্যতা মিশে জীবিতের স্মৃতি-সমাহিত।

৭

একটি বিষণ্ণ মশা সারারাত শরীর ডিঙিয়ে
অথবা রক্তিম, ফেঁসে, ব্যবচ্ছেদ এলিয়ে নিজেকে
চিৎপাত পড়েছিল পাশাপাশি— মেয়েটি ও আমি;
অথচ পোশাক ছিল যথাচার মার্জিত তফাতে,
ছিল তাপ, চিবুকে চিবুক ছায়া— আনত বঙ্কিম—
ক্ষয়িষ্ণু আলোর রেখা মশাটির হুলের তাড়নে

৮

শীতার্ত রাত্রির ভারে স্থবির গাছেরা। নীরবতা
স্তব্ধ হয়ে শিশিরাক্ত ঘাসে পরিণামে।
দোলনা বিবশ।
আমি হেঁটে আসছিলাম। পথের কিনার ধরে ঝাপ্‌সা চিকন
গলে পড়ছিল আলো। ছায়াশূন্য, অবয়বহীন।
ক্লান্ত। কোনো বিপন্ন প্রাণীর আর্তনাদ : শূন্যতার।

চড়াই পেরিয়ে সাঁকো। শিরস্ত্রাণ : ঝুলে-থাকা মাকু।

২০১৬

আরোগ্য সিরিজ

১

ঘোর কেটে যেতে দেখি
কমলা রঙের ঘুড়ি
ভেসে ভেসে আকাশের গায়।

তখন দিয়েছি ছুট,
পিছন-পিছনে জনা দশ-বারো আরো।

নাগাল পেতেই হুশ—
ঘুড়িতে ছিল না সুতো লেগে একটু তো।

ঘোর কেটে যেতে যেতে ঘোর
ঘুড়িরা আগুন হলো, আগুন পাথর

২

পোশাক খসিয়ে, এমনকি শেষ ত্যানাটুকু
খচাখচ তোলা হচ্ছে ছবি

কী শীত! কী শীত!!

কেঁপে যাচ্ছি... কাঁপতে কাঁপতেই
হাত ফেটে, পা ফেটে, ঠোঁট ফেটে রক্ত!

ছবির পর ছবি যাচ্ছে সেঁটে
দেয়ালে, কার্নিশে, থামের গায়ে, আসবাবে...

নির্জন সোফাটি নীল কোনাকুনি শুয়ে

৩

"হা করুন—"
"আ-আ—"
"ঠিক আছে। এবার আলগা করে রাখুন শরীর। শ্বাস—"
"হা-আ!"
"চমৎকার। হাত-দুটো আড়াআড়ি তুলে দিন মাথার উপরে—"
অন্ধকার হাতড়িয়ে খুঁজে বের করলুম মাথা। হাত-দুটোকে
মাথার উপরে রাখতে রাখতে বলে উঠলুম, "ইউরেকা!"
"পেয়েছেন? বাঃ, এইবারে ছেড়ে দিন শ্বাস—"
"ফুস!"

জ্বলে উঠল আলো। শুনশান ঘরের একদিকে ধুমসো একখানা চেয়ার।
ঠিক উলটো দিকে চুপ্‌সে-যাওয়া একটি বেলুন। আর,
উভয়ের মাঝখানে চিৎপটাং পড়ে-থাকা রক্তবর্ণ আরশোলা।

৪

রাস্তা জুড়ে ঘরবাড়ি,
গোপন ছায়ার মতো বেঁকে অন্ধকার।

গলি থেকে সাইকেল আরোহী এক
ঢুকে পড়ে অপর গলিতে,
আর

ডুকরে ওঠে কেউ : আশ্রয়বিহীন।
একপাল কুকুরের আর্ত আর্তনাদ।

শহর এভাবে জাগে; হয়তো ঘুমিয়েও পড়ে : শ্বাসাধিক শ্বাস
শীত জুড়ে অপরাহ্ণ-শেষে
ধূসর পাখিরা ওড়ে যে-যার বিলীন

৫

বালি শুধু বালি, বালিয়াড়ি।
সমুদ্র ক্রমশ দূরে। পাখিদের কলকোলাহল।

ভেসে আসে গুমোট বাতাস। কাঁপে ছায়া,
আকাশকে ফুঁড়ে রেখাচিহ্ন জুড়ে কাঁপতে-থাকা জাহাজমাস্তুল...

কেউ রাখে না ফেরার খবর।
চলার সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে যেতে থাকে বালুচর, আর
গর্ত থেকে গর্তের দূরে ছোটো-বড়ো কাঁকড়াদের ভয়ার্ত ছুটে-চলা!

৬

ফিরে আসে ডানা। অথবা টুকরো : শীতের খোয়াব
জানালায় ভারী হয়ে ওঠে বাষ্পস্রোত
হু হু ঢুকে পড়ে বায়ু, হিমেল দাপট

ফিরে আসে নৌকো, পার ক'রে কুয়াশার অভিযান
দূরে

ক্রমশ হারায় ছবি; ঘুমের ভিতরে নামহীন :
বাড়িগুলি একে অপরের পিঠে হেলানো বধির

৭

ক্ষত মুছে দিতে চেয়েছিল কেউ। (কেউ?)
ক্ষতের উপরে
আলতো স্পর্শের মতো ঘুমিয়ে নিশ্বাস

নীল হয়ে ওঠে মুখ, দু-চোখের কোণে
বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ে বারিকণা : তুমি রাখো হাত

সকরুণ উড়ে যায় পাখিটির ডানা,
তারাদের ক্রমশ বিলীন ছায়াতপ...

৮

সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে; শতচ্ছিন্ন হয়ে তারা ভেসে চলেছে সীমান্তে;
একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে আমি পরিমাপ করে যাচ্ছি সব।

সংখ্যার বদলে সুতো।
অতঃপর সুতোর সঙ্গে জুড়ে দিলুম একখানি ময়ূরপঙ্খী ঘুড়ি।

আলোয় আলোয় ভরে উঠল আকাশ। হেলিওট্রোপ ছড়িয়ে সীমায়।

৯

পাতা থেকে পাতায় রৌদ্রকণাদের দৌড়।
চারদিকে আঁকা হয়ে চলেছে অসংখ্য কাটাকুটি; যেন
এখুনি লাফিয়ে নামবে বাঘ।
এখুনি হালুম শব্দে শিউরে উঠবে চরাচর,
বনবাংলো-বাড়ি।

নিষেধ অমান্য করে একাই এসেছিলাম আমি, এইখানে, শুনশান নদীচরে—
সূর্য অস্তাচলে। শীত নামছে হু হু : অন্ধকার : সবকিছু জড়ে পরিণত।

১০

আমি ঘুমোই নি; তবু কপালে হাতের স্পর্শ : বুজে আসে চোখ;
সমস্ত জড়তা কেটে ঘুমের প্রহর নেমে ওষ্ঠে অধিগত।
কেঁপে ওঠে শ্বাসাঘাত, কেঁপে কেঁপে জলের সরণ

আমি ঘুমোই নি; তবু আমার হাত-দুটো আড়াআড়ি
এলানো মাথার উপরে। কপাল বেয়ে নেমে আসছে ঘাম।
আমি পুড়ছি। দৃশ্যটা একঘেয়ে, কিছুই বদলায় নি আজও

১১

এইখানে ফিরে আসি, ক্রমশ ক্ষয়ে-যাওয়া নগরবন্দরে।
ঘুম ভাঙতে চায় না, তবু, জেগে উঠি প্রেতের মতন

হেঁটে যাই কিনার থেকে কিনারে, জলাশয়ের প্রান্ত বরাবর
ঝুঁকে দেখি নিভৃত সোপান নেমে, আরো ঝুঁকে ছায়ার প্রবণ;

এখানেই ফিরে আসি; ছিল খেত, হয়তো-বা কুঁড়েঘর, পাতার ছাউনি
মায়াবী ফড়িং ছিল, শিশিরাক্ত ঘাসে লেগে শীতের সময়।

আমি কি মৃত একজন? রক্ত মাংস হাড় — সবই গেছে মিশে?
... ধুলোর শরীরে ধুলো : মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়...

১২

প্রথমে খাড়া করা হয় একটা তত্ত্ব; মানবতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম
যুক্তিজালে চাগিয়ে দেওয়া এক নিবিড় অনুশীলন : কঠোর, ধর্মীয়।
শরীরে বিঁধতে থাকে তীক্ষ্ণ শলাকা, যার চলতি নাম উপশম।

ইতিহাসের নিয়মই হলো ঐতিহাসিক ভুল : বিলোপ সাধন

একটা কালো রঙের বেড়াল আলো-কে থাবার ভিতর পুরে ছুট দিল
কৃষ্ণগহ্বরে; আমরা যে-যার একদিন পেয়েছি সে-পতনের মানে।

আজ বিলীন কুয়াশা থেকে নেমে আসে চতুর্বর্গে বৃত্তের প্রসার।

১৩

কোথাও বেজে উঠল টেলিফোন। কিছু পরে থেমেও গেল তা।
আবারও একঘেয়ে সেই রিং। কেউ কি নেই ধরবার?

হঠাৎই মনে হলো শুনশান ব্যাপ্ত হয়ে জেগে চরাচর,
ঝিনুকের সুষুপ্তি নিয়ে দু-একটি গুগলি-গেঁড়ি নিস্পন্দ পড়ে;

ফ্যাকাশে ছায়ার মতো দুই হাত প্রার্থনারত। হাঁটু মুড়ে
পড়ে আছো তুমি : তোমার কোমল নাভি গলে গলে তরল অন্ধকার,
ব্যাপ্ত চরাচর। সেখানে ঘুমিয়ে পড়ি আমি। আমার
দু-চোখ জুড়ে স্বপ্নেরা বিলীন কুয়াশায়। আমি মিশে যাচ্ছি,
মিশে যাচ্ছে রক্ত কোষ-প্লাজমা-লসিকা; আমাদের ঘাম-রক্ত-
কফ-থুতু-শ্বাস। ফ্যাকাশে ছায়ার মতো দু-চোখ অবরুদ্ধ চেয়ে।

১৪

সারাদিন কিছ্ছু না। সত্যি সত্যি সত্যি বলছি, কিছ্ছুটি না।
তবুও এমন কিছু— নেহাত জলের মতো— চলতেই থাকে—

তখন অন্ধকারের পিছু
একবার এ-ঘর তো আর-বার ও-ঘর, পেরিয়ে বারান্দায়
অথবা কার্নিশে—

ধুস্! কার্নিশ কি যাবার মতো হলো?
বরং ঝুলে পড়াই ভালো।

ঝুলতে ঝুলতে আ-সমস্ত দিন জুড়ে
নিদেন একটা কিছু ধরো,
ধরো আঁকড়ে ধরার মতো।

ধরি? ফুঃ! 'মতো' তো নেই কোনো।
তবু গুণে যাচ্ছি আর তেপ্পান্ন...চুয়ান্ন...

২০১৫

অসময়

কেন মৃত্যু গত
আমরণ
মৃতের সফর
পৃথিবীর
বয়সের থেকে
মৃত কেন
জন্মের শরীর
ঘুম... স্থির...
পাখিদের ডানা
শূন্যতার
এবং ফুরায়
যাপনের
অক্ষর প্রবীণ
এই-সব...

২০১৬

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/